সহীহ আল বুখারী

৫ম খণ্ড

صحيح البخاري

مجلد رقم ٥

অধ্যায়-৪৯

كِتَابُ اللِّبَاسِ

(পোশাক)

১-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِي اَخْرَجَ بِعِبَادِهِ .

"আপনি বলুন, আল্লাহর সৃষ্ট সৌন্দর্য উপকরণ কে হারাম করেছে, যা তিনি আপন বান্দাদের জন্য উদ্ভাবন করেছেন"-(আল আরাফ ঃ ৩২)? নবী (স) বলেন, তোমরা খাও, পান কর, পোশাক পরিধান কর এবং দান-খয়রাত কর। তবে অপব্যয় ও অহংকার পরিহার করো। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যা চাও খাও এবং যা খুশী পর, যদি দু'টি জিনিস পরিহার করতে পার ঃ অপব্যয় ও অহংকার।

٥٣٥٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَنْظُرُ اللّٰهُ اِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ

৫৩৫৮. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, যে ব্যক্তি অহংকারবশে নিজ পরিধেয় বস্ত্র মাটিতে টেনে টেনে চলে তার প্রতি আল্লাহ্ দৃষ্টিপাত করবেন না।[১]

২-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি বিনা অহংকারে পোশাক (মাটিতে) টেনে টেনে চলে।

٥٣٥٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَحَدَ شِقَّيْ اِزَارِيْ يَسْتَرْخِي اِلاَّ اَنْ اَتَعَاهَدَ ذٰلِكَ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلاَءَ .

৫৩৫৯. আবদুল্লাহ ইবনে ওমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, যে লোক পরিধানের কাপড় অহংকারবশে (পায়ের গোছার নীচে), ঝুলিয়ে চলে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দিকে (রহমতের) দৃষ্টিতে তাকাবেন না। আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার লুঙ্গির একদিক ঝুলে পড়ে, যদি না আমি তাতে গিরা দেই (এবং বিশেষ লক্ষ্য রাখি)। নবী (স) বলেন, যারা অহংকারবশে তা করে আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত নন।[২]

٥٣٦٠- عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلاً حَتّٰى اَتَى الْمَسْجِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فَجُلِّيَ عَنْهَا

---

১. বিনা ওযরে ইচ্ছাকৃতভাবে পরিধানের লুঙ্গি, পায়জামা, জামা, জুব্বা ইত্যাদি পায়ের গোছার নীচে ঝুলিয়ে দেয়া নিষিদ্ধ। গর্ব-অহংকারের ভাব অন্তরে না থাকলেও তা ড়িষিদ্ধ। নারীরা এর ব্যতিক্রম। তাদের পায়ের পাতাও ঢেকে রাখার অনুমতি আছে।

২. আবু বাক্‌র (রা)-এর স্তুপট ও কোমরের গড়নটাই এমন ছিল যে, পায়জামা ও লুঙ্গি পরলে অলক্ষ্যে নীচে নেমে যেত। এটা দূষণীয় নয়হ্০

www.icsbook.info

ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا وَقَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ فَاِذَا رَاَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوْا وَادْعُوا اللّٰهَ حَتّٰى يَكْشِفُهَا.

৫৩৬০. আবু বাক্‌রা (রা) বলেন, আমরা নবী (স)-এর নিকট ছিলাম। তখন সূর্যগ্রহণ হলো। তিনি ত্বরিত গতিতে পরিধেয় বস্ত্র টানতে টানতে উঠে দাঁড়ান এবং মসজিদে এসে পৌঁছেন। লোকজন দ্রুত জমায়েত হলে তিনি দুই রাকাআত নামায পড়েন। অতপর সূর্য উজ্জ্বল হয়ে গেল (গ্রহণমুক্ত হলো)। অতপর তিনি আমাদের দিকে ফিরে বলেন, চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহ তাআলার নিদর্শনাবলীর মধ্যে দু'টি নিদর্শন। যখন তোমরা এদের মধ্যে অনুরূপ কিছু দেখবে, তখন নামায পড়বে এবং গ্রহণমুক্ত হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর নিকট দোয়া করতে থাকবে।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ পরিধেয় বস্ত্র গুটিয়ে রাখা।

٥٣٦١- عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ رَاَيْتُ بِلاَلاً جَاءَ بِعَنَزَةٍ فَرَكَزَهَا ثُمَّ اَقَامَ الصَّلٰوةَ فَرَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ فِىْ حُلَّةٍ مُشَمِّرًا فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ اِلَى الْعَنَزَةِ وَرَاَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّوْنَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ وَّرَاءِ الْعَنَزَةِ .

৫৩৬১. আবু জুহাইফা (রা) বলেন, আমি দেখলাম, বিলাল (রা) একটি বর্শা নিয়ে এসে তা মাটিতে গেঁড়ে দিলেন, তারপর নামাযের ইকামত দিলেন। আমি দেখলাম, রসূলুল্লাহ (স) একটি 'হুল্লা' পরিধান করে তা গুটিয়ে ধরে বেরিয়ে এলেন এবং বর্শার দিকে মুখ করে দুই রাক্‌আত নামায পড়েন। আমি মানুষ ও পশুকে তাঁর সামনে বর্শার বহির্দিক দিয়ে অতিক্রম করতে দেখেছি।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ পায়ের যে গোছার নিচে কাপড় ঝুলিয়ে দেয়া হয় তা দোযখে যাবে।

٥٣٦٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْاِزَارِ فَفِى النَّارِ .

৫৩৬২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, যে ব্যক্তি পায়ের গোছার নিচে পর্যন্ত পরিধেয় বস্ত্র পরবে, সেই গোছা দোযখে যাবে।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ অহংকারবশে গোছার নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা।

٥٣٦٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَنْظُرُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلٰى مَنْ جَرَّ اِزَارَهُ بَطَرًا.

৫৩৬৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, যে লোক অহংকারবশে তার পরিধেয় গোছার নিচে ঝুলিয়ে টেনে টেনে চলে তার প্রতি আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন দৃষ্টিপাত করবেন না।

www.icsbook.info

٥٣٦٤- عن ابى هريرة يقول قال النبى أو قال ابو القاسم ﷺ بينما رجل يمشى فى حلة تعجبه نفسه مرجل جمته اذ خسف الله به فهو يتجلجل (يتجلل) الى يوم القيامة .

৫৩৬৪. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, নবী অর্থাৎ আবুল কাসেম (স) বলেছেন, একদা এক ব্যক্তি 'হুল্লা' পরিধান করে মাথায় চিরুনী করে অহংকারী চিত্তে পথ চলছিল। হঠাৎ আল্লাহ তাআলা তাকে মাটিতে ধ্বসিয়ে দেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে এভাবে ধ্বসে যেতে থাকবে।

٥٣٦٥- عن عبد الله حدث ان رسول الله ﷺ قال بينما رجل يجر ازاره اذ خسف به فهو يتجلجل فى الارض الى يوم القيامة .

৫৩৬৫. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, এক ব্যক্তি (গোছার নীচে) পরিধেয় ঝুলিয়ে পথ চলছিল। এ অবস্থায় হঠাৎ তাকে ধ্বসিয়ে দেয়া হয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে যমীনে ধ্বসে যেতে থাকবে।

٥٣٦٦- عن جرير بن زيد قال كنت مع سالم بن عبد الله بن عمر على باب داره فقال سمعت ابا هريرة سمع النبى ﷺ نحوه .

৫৩৬৬. জারীর ইবনে যায়েদ (র) বলেন, আমি সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-এর সাথে তাঁর ঘরের দরজায় ছিলাম। তখন তিনি বলেন, আমি আবু হুরাইরা (রা)-কে নবী (স) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি।

٥٣٦٧- عن شعبة قال لقيت محارب بن دثار على فرس وهو ياتى مكانه الذى يقضى فيه فسالته عن هذا الحديث فحدثنى فقال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله ﷺ من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله اليه يوم القيامة فقلت لمحارب اذكر ازاره قال ما خص ازارا ولا قميصا.

৫৩৬৭. শোবা (র) বলেন, আমি মুহারিব ইবনে দিসারের সাথে দেখা করলাম। তখন তিনি ঘোড়ায় চড়ে বিচারালয়ের দিকে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁর কাছে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি অহংকারবশে পরিধানের কাপড় গোছার নীচে ঝুলিয়ে চলবে, আল্লাহ তাআলা তার দিকে কিয়ামতের দিন দৃষ্টিপাত করবেন না। আমি মুহারিবকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি লুঙ্গির কথাও উল্লেখ করেছেন ? তিনি বলেন, তিনি জামা-পায়জামা কোনটাই নির্দিষ্ট করেননি।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ ঝালর বা পাড়যুক্ত ইযার (লুঙ্গি বা পায়জামা)। যুহরী, আবু বাক্‌র ইবনে মুহাম্মাদ, হামযা ইবনে আবু উসাইদ ও মুয়াবিয়া ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (র) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা নকশাদার পাড়যুক্ত ইযার পরিধান করেছেন।

www.icsbook.info

٥٣٦٨- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا جَالِسَةٌ وَعِنْدَهُ اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِيْ فَبَتَ طَلاَقِيْ فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَاِنَّهُ وَاللّٰهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِلاَّ مِثْلَ هٰذِهِ الْهُدْبَةِ وَاَخَذَتْ هُدْبَةً مِّنْ جِلْبَابِهَا فَسَمِعَ خَالِدُ ابْنُ سَعِيْدٍ قَوْلَهَا وَهُوَ بِالْبَابِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ قَالَتْ فَقَالَ خَالِدٌ يَا اَبَا بَكْرٍ اَلاَ تَنْهٰى هٰذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلاَ وَاللّٰهِ مَا يَزِيْدُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى التَّبَسُّمِ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَعَلَّكِ تُرِيْدِيْنَ اَنْ تَرْجِعِيْ اِلٰى رِفَاعَةَ لاَ حَتّٰى يَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوْقِيْ عُسَيْلَتَهُ فَصَارَ سُنَّةً بَعْدَهُ .

৫৩৬৮. নবী পত্নী আয়েশা (রা) বলেন, রিফায়া আল-কুরাযীর স্ত্রী রসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে এলো। তখন আমি বসা ছিলাম। আবু বাক্‌র (রা)-ও মহানবী (স)-এর নিকট উপস্থিত ছিলেন। রিফায়ার স্ত্রী বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমি রিফায়ার বিবাহ বন্ধনে ছিলাম। সে আমাকে বিবাহ বন্ধন ছিন্নকারী তালাক দেয়। এরপর আবদুর রহমান ইবনুয যুবাইরের সাথে আমার বিয়ে হয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম, ইয়া রসূলাল্লাহ ! তার নিকট (বিশেষ অঙ্গটি) কাপড়ের পাড়ের মতো ভিন্ন আর কিছুই নাই। মহিলাটি তার চাদরের ডোরাদার পাড় ধরে দেখালো। খালিদ ইবনে সায়ীদ (রা) দরজায় দাঁড়িয়ে মহিলার কথা শুনতে পেলেন। তিনি ভেতরে প্রবেশের অনুমতি পাননি। খালিদ (রা) বলেন, হে আবু বাক্‌র! এ মহিলাটিকে বাধা দিচ্ছেন না কেন ? সে যে (লজ্জার) কথা রসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে বলছে। আল্লাহ্‌র কসম ! রসূলুল্লাহ (স) কেবল মুচকি হাসলেন, তারপর সেই স্ত্রীলোকটিকে বলেন, বোধ হয় তুমি রিফায়ার নিকট ফিরে যেতে চাও। এমনটি হতে পারে না, যতক্ষণ না সে (আবদুর রহমান) তোমার সাথে এবং তুমি তার সাথে সঙ্গম-সুখ লাভ করবে। এরপর থেকে এ নিয়মই প্রবর্তিত হল।[৩]

৭-অনুচ্ছেদ ঃ চাদর সম্পর্কে। আনাস (রা) বলেন, এক বেদুঈন নবী (স)-এর চাদর টেনে ধরেছিল।

٥٣٦٩- عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَلِيًّا قَالَ فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِرِدَائِهِ فَارْتَدٰى بِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِيْ وَاتَّبَعْتُهُ اَنَا وَزَيْدُ ابْنُ حَارِثَةَ حَتّٰى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِيْ فِيْهِ حَمْزَةُ فَاسْتَاذَنَ فَاُذِنُوْا لَهُمْ .

৩. অর্থাৎ এ ঘটনাটি শরীয়াতের একটি বিধানে পরিণত হয়ে গেছে। তিন তালাকের পর কোন মহিলার অন্যখানে বিয়ে হওয়ার পর নতুন স্বামী-স্ত্রীতে সঙ্গম-সুখ লাভ করতে হবে। এরপর দ্বিতীয় স্বামী কোন কারণে তাকে তালাক দিলেই কেবল সে ইদ্দাত পালনের পর প্রথম স্বামীকে বিয়ে করতে পারবে।

www.icsbook.info

৫৩৬৯. আলী (রা) বলেন, নবী (স) তাঁর চাদরটি চাইলেন। তিনি তা গায়ে দিলেন, অতপর হেঁটে চললেন। আমি এবং যায়েদ ইবনে হারিসা (রা)-ও তাঁর পেছনে পেছনে চললাম। অবশেষে যে ঘরে হামজা (রা) ছিলেন তিনি সেখানে যান। তিনি ঘরে ঢোকার অনুমতি চাইলে তারা এঁদেরকে অনুমতি দিলেন।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ জামা পরিধান করা। ইউসুফ (আ)-এর ঘটনায় আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِىْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِىْ يَاْتِ بَصِيْرًا.

"তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও এবং তা আমার পিতার মুখমণ্ডলের উপর রেখে দাও। তাতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে।"-(সূরা ইউসুফ ঃ ৯৩)

٥٣٧٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَايَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيْصَ وَلاَ السَّرَاوِيْلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ الْخُفَّيْنِ اِلاَّ اَنْ لاَّ يَجِدَ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ مَا هُوَ اَسْفَلُ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

৫৩৭০. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ ! ইহ্‌রামধারী ব্যক্তি কোন্ ধরনের কাপড় পরিধান করবে ? রসূলুল্লাহ (স) বলেন, সে জামা, পায়জামা, টুপী ও মোজা পরতে পারবে না। তবে যে ব্যক্তি জুতা যোগাড় করতে সক্ষম হবে না, সে পায়ের গোছার নীচে মোজা পরবে। (গোছার উপরে উঠতে পারবে না)।

٥٣٧١- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَتَى النَّبِىُّ ﷺ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اُبَيٍّ بَعْدَ مَا اُدْخِلَ قَبْرَهُ فَاَمَرَ بِهٖ فَاُخْرِجَ وَوُضِعَ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيْقِهٖ وَاَلْبَسَهُ قَمِيْصَهُ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ .

৫৩৭১. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে কবরে রাখা হলে নবী (স) তার নিকট আগমন করলেন এবং তার লাশ কবর থেকে তুলে আনার হুকুম দিলেন। অতএব তাকে বের করে আনা হালো এবং তাকে নবী (স)-এর দুই হাঁটুর উপর রাখা হলো। তিনি তার উপর ফুঁ দিলেন এবং তাকে আপন জামাটি পরিয়ে দিলেন। আল্লাহ অধিক ভালো জানেন।

٥٣٧٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا تُوُفِّىَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ اُبَيٍّ جَاءَ ابْنُهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَعْطِنِىْ قَمِيْصَكَ اُكَفِّنْهُ فِيْهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ فَاَعْطَاهُ قَمِيْصَهُ وَقَالَ اِذَا فَرَغْتَ فَاٰذِنَّا فَلَمَّا فَرَغَ اٰذَنَهُ بِهٖ فَجَاءَ لِيُصَلِّىَ عَلَيْهِ فَجَذَبَهُ عُمَرُ فَقَالَ اَلَيْسَ قَدْ نَهَاكَ اللّٰهُ اَنْ تُصَلِّىَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ فَقَالَ (اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ) فَنَزَلَتْ (وَلاَ تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلاَ تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ) فَتَرَكَ الصَّلٰوةَ عَلَيْهِمْ .

www.icsbook.info

৫৩৭২. আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মারা গেলে তার পুত্র [আবদুল্লাহ (রা)] রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসেন এবং আরয করেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমাকে আপনার জামাটি দান করুন। এটি দিয়ে আমি তাকে কাফন পরাবো। আপনি তার (জানাযার) নামায পড়িয়ে দিন এবং তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নবী (স) তাঁকে তাঁর জামাটি দিলেন এবং বলেন, যখন (সব ঠিকঠাক করার পর) অবসর হবে, আমাকে খবর দিবে। তিনি অবসর হয়ে তাঁকে খবর দিলেন। অতপর নবী (স) এসে তার (জানাযার) নামায পড়াতে অগ্রসর হলেন। উমার (রা) তাঁকে টেনে ধরে বলেন, আল্লাহ তাআলা কি আপনাকে মুনাফিকদের (জানাযার) নামায পড়তে নিষেধ করেননি ? আর আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ "আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন বা না করুন, (এমনকি) আপনি যদি তাদের জন্য সত্তরবারও ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তবুও আল্লাহ কখনও তাদেরকে মাফ করবেন না"–(সূরা আত-তাওবা ঃ ৮০)। অতপর এ আয়াত নাযিল হলো ঃ "তাদের মধ্যে যে মরে তার নামায আপনি কখনও পড়বেন না এবং তার কবরের পাশেও দাঁড়াবেন না"–(সূরা আত-তাওবা ঃ ৮৪)। তখন থেকে নবী (স) মুনাফিকদের (জানাযার) নামায পড়া বর্জন করেন।[৪]

৯-অনুচ্ছেদ ঃ বুকের কাছে বা অন্যত্র জামা খোলার ঘর রাখা।

٥٣٧٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ ضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلَ الْبَخِيْلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ قَدِ اضْطُرَّتْ اَيْدِيْهِمَا اِلٰى ثُدِيِّهِمَا وَتَرَاقِيْهِمَا فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ انْبَسَطَتْ عَنْهُ حَتّٰى تَغْشٰى اَنَامِلَهُ وَتَعْفُوَ اَثَرَهُ وَجَعَلَ الْبَخِيْلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ وَاَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ بِمَكَانِهَا قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَاَنَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بِاِصْبَعِهِ هٰكَذَا فِىْ جَيْبِهِ (جُبَّتِهِ) فَلَوْ رَاَيْتَهُ يُوَسِّعُهَا وَلاَ تَوَسَّعُ .

৫৩৭৩. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) এক বখীল এবং একজন দাতার উদাহরণ বর্ণনা করেছেন। বখীল ও দাতা হলো এমন দুই ব্যক্তির ন্যায়, যারা লোহার দু'টি বর্ম পরিধান করে আছে। তাদের দু'জনের দু'টি হাতই বুক ও ঘাড় পর্যন্ত প্রলম্বিত। দাতা যখনই দান করার ইচ্ছা করে, তখন তার বর্মটি আরও প্রশস্ত হয়ে পা পর্যন্ত প্রলম্বিত হয় এবং পায়ের আঙ্গুলগুলোকেও ঢেকে ফেলে। আর বখীল যখন দান করার ইচ্ছা করে, তখন সেই বর্মটি তার গায়ে আরও সংকীর্ণ হতে থাকে এবং প্রতিটি 'হলকা' (আংটা) নিজ নিজ জায়গায় অনড় হয়ে থাকে। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) তাঁর আঙ্গুলগুলো আপন ঘাড়ে স্থাপন করে এভাবে বলেন। তুমি তাকে দেখবে সে তা প্রশস্ত করতে চাচ্ছে কিন্তু প্রশস্ত হচ্ছে না।

৪. উপরোক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর থেকে নবী (স) মুনাফিকদের জানাযা পড়া বর্জন করেন।

www.icsbook.info

১০-অনুচ্ছেদ ঃ সফরে সংকীর্ণ হাতার জামা পরা।

٥٣٧٤- عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ اَقْبَلَ فَتَلَقَّيْتُهُ (فَلَقِيْتُهُ) بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ كُمَّيْهِ فَكَانَا ضَيِّقَيْنِ فَاَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ (بَدَنِهِ) فَغَسَلَهُمَا وَمَسَحَ بِرَاْسِهِ وَعَلَى خُفَّيْهِ .

৫৩৭৪. মুগীরা ইবনে শোবা (রা) বলেন, নবী (স) প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে গেলেন। তিনি ফিরে এলে আমি পানি নিয়ে তাঁর নিকট এলাম। তিনি উযু করলেন। তিনি শামী (সিরিয়) জুব্বা পরিহিত ছিলেন। তিনি কুল্লি করেন, নাকে পানি দেন এবং মুখ ধৌত করেন, অতপর (জামার) হাতা থেকে হাত বের করতে চাইলেন কিন্তু হাতা খুব সংকীর্ণ থাকায় জুব্বার নীচ দিয়ে বের করেন। তিনি দুই হাত ধৌত করেন এবং মাথা ও (পায়ের) মোজার উপর মাসেহ করেন।

১১-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে পশমী জুব্বা পরিধান করা।

٥٣٧٥- عَنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي سَفَرٍ فَقَالَ اَمَعَكَ مَاءٌ قُلْتُ نَعَمْ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَشٰى حَتّٰى تَوَارٰى عَنِّيْ فِيْ سَوَادِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَاَفْرَغْتُ عَلَيْهِ الْاِدَاوَةَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِّنْ صُوْفٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يُّخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتّٰى اَخْرَجَهُمَا مِنْ اَسْفَلِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ بِرَاْسِهِ ثُمَّ اَهْوَيْتُ لِاَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَاِنِّيْ اَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا

৫৩৭৫. মুগীরা (রা) বলেন, আমি এক সফরে রাতের বেলা নবী (স)-এর সাথে ছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সাথে পানি আছে কি ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি তাঁর সওয়ারী থেকে নামলেন এবং হেঁটে চললেন, এমনকি রাতের আঁধারে আমার নযরের বাইরে চলে গেলেন। তিনি ফিরে এলে আমি পাত্র থেকে তাঁর জন্য পানি ঢালতে থাকলাম। তিনি মুখ ও দুই হাত ধুইলেন। এ সময় তাঁর গায়ে একটি পশমী জুব্বা ছিল। তিনি জুব্বা থেকে হাত বের করতে না পারায় তা জুব্বার নীচ দিয়ে বের করেন, তারপর হাত দু'টি ধুইলেন, মাথা মাসেহ করলেন। অতপর আমি তাঁর মোজা খুলে দেয়ার জন্য নীচে ঝুঁকলাম। তিনি বলেন, ঐ দু'টিকে থাকতে দাও। কেননা আমি তা পবিত্র অবস্থায় পরিধান করেছি। অতপর তিনি মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করলেন।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ রেশমবিহীন ক্বাবা ও রেশমী ক্বাবা। কথিত আছে, যে জামার পেছন দিক ফাড়া তাই ক্বাবা।

٥٣٧٦- عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ اَنَّهُ قَالَ قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقْبِيَةً وَّلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا فَقَالَ مَخْرَمَةُ يَا بُنَيَّ انْطَلِقْ بِنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ

www.icsbook.info

فَقَالَ ادْخُلْ فَادْعُهُ لِيْ قَالَ فَدَعَوْتُهُ لَهُ فَخَرَجَ اِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِّنْهَا فَقَالَ خَبَأْتُ هٰذَا لَكَ قَالَ فَنَظَرَ اِلَيْهِ فَقَالَ رَضِيَ مَخْرَمَةُ .

৫৩৭৬. মিসওয়ার ইবনে মাখ্‌রামা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) কিছু সংখ্যক 'ক্বাবা' বণ্টন করেন কিন্তু মাখ্‌রামাকে কিছুই দেননি। মাখরামা (রা) বলেন, হে আমার পুত্র ! আমার সাথে রসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে চলো। আমি তাঁর সাথে চললাম। সেখানে পৌঁছে তিনি বলেন, ভেতরে যাও এবং তাঁকে আমার আসার খবর দাও। আমি গিয়ে তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি তার নিকট বেরিয়ে এলেন এবং ক্বাবাগুলো থেকে একটি ক্বাবাও সাথে আনলেন। তিনি বলেন, আমি এটি তোমার জন্য রেখেছিলাম। নবী (স) তাঁর দিকে তাঁকিয়ে বলেন, মাখরামা (এবার) খুশী হয়েছে।

٥٣٧٧- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّهُ قَالَ اُهْدِيَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرُّوْجُ حَرِيْرٍ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلّٰى فِيْهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيْدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ لاَ يَنْبَغِيْ هٰذَا لِلْمُتَّقِيْنَ .

৫৩৭৭. উকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-কে হাদিয়াস্বরূপ একটি রেশমী ক্বাবা দেয়া হয়েছিল। তিনি তা পরিধান করে নামায পড়েন। তিনি নামায থেকে অবসর হয়ে এটিকে খুলে এমনভাবে ছুঁড়ে মারলেন, যেন এটি তিনি খুবই অপসন্দ করছেন। এরপর তিনি বলেন, মুত্তাকীদের জন্য এটি উপযোগী নয়।

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ টুপি প্রসঙ্গে। মুতামির বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আমি আনাস (রা)-কে মাথায় হলুদ রঙের রেশমী টুপি পরিধান করতে দেখেছি।

٥٣٧٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَلْبَسُوْا الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ اِلاَّ اَحَدٌ لاَّ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوْا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَّلاَ الْوَرْسُ .

৫৩৭৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ ! মুহরিম কি ধরনের কাপড় পরিধান করবে ? রসূলুল্লাহ (স) বলেন, সে জামা, পাগড়ী, পায়জামা, টুপি ও মোজা পরবে না। যার জুতা নেই সে মোজা পরতে পারবে, তবে তাকে গোছার নীচ পর্যন্ত মোজার উপরিভাগ কেটে ফেলতে হবে। আর যাফরান ও 'ওয়ারস' রঙে রঞ্জিত কাপড়ও তোমরা পরিধান করবে না।

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ পায়জামা প্রসঙ্গে।

٥٣٧٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَّمْ يَجِدْ اِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيْلَ وَمَنْ لَّمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ .

www.icsbook.info

৫৩৭৯. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, যে ব্যক্তির ইযার নেই সে পায়জামা পরতে পারবে এবং যার জুতা নেই সে মোজা পরতে পারবে।

٥٣٨٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا تَأْمُرُنَا اَنْ نَلْبَسَ اِذَا اَحْرَمْنَا قَالَ لاَ تَلْبَسُوْا الْقَمِيْصَ وَلاَ السَّرَاوِيْلَ وَالْعَمَائِمَ وَالْبَرَانِسَ وَالْخِفَافَ اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوْا شَيْئًا مِّنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَّلاَ وَرْسٌ .

৫৩৮০. আবদুল্লাহ (রা) বলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ ! ইহরাম অবস্থায় আপনি আমাদেরকে কোন্ ধরনের পোশাক পরিধানের হুকুম দেন ? তিনি বলেন, তোমরা জামা, পায়জামা, পাগড়ী, টুপি ও মোজা পরবে না। তবে যে ব্যক্তির জুতা নেই সে গিরার নীচে মোজা পরবে। আর যাফরান ও ওয়ারস রঙে রঞ্জিত কোন কাপড় তোমরা পরিধান করবে না।

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ পাগড়ীর বর্ণনা।

٥٣٨١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيْصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيْلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَّلاَ وَرْسٌ وَلاَ الْخُفَّيْنِ اِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَاِنْ لَّمْ يَجِدْهُمَا فَلْيَقْطَعْهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

৫৩৮১. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, ইহ্‌রামধারী ব্যক্তি জামা, পাগড়ী, পায়জামা ও টুপি পরবে না এবং যাফরান ও ওয়ারস রঙে রঞ্জিত কাপড়ও নয়। মোজাও পরা যাবে না, তবে যার জুতা নেই (তার জন্য অনুমতি আছে)। জুতা না পেলে সে (টাখনু) গিরার নীচ থেকে মোজার উপরিভাগ কেটে নেবে।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ চাদর ইত্যাদি দ্বারা মাথা ও মুখ ঢাকা। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) বাইরে আসলেন। তিনি কালো পট্টি বাঁধা অবস্থায় ছিলেন। আনাস (রা) বলেন, নবী (স) চাদরের পাড় দিয়ে তাঁর মাথা বেঁধেছিলেন।

٥٣٨٢- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ هَاجَرَ اِلَى الْحَبْشَةِ (نَاسٌ) مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَتَجَهَّزَ اَبُوْ بَكْرٍ مُهَاجِرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى رِسْلِكَ فَاِنِّيْ اَرْجُوْ اَنْ يُّؤْذَنَ لِيْ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَوَتَرْجُوْهُ بِاَبِيْ اَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَحَبَسَ اَبُوْ بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ لِصُحْبَتِهِ وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَبَيْنَا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوْسٌ فِيْ بَيْتِنَا فِيْ نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ فَقَالَ قَائِلٌ لاَبِيْ بَكْرٍ هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

www.icsbook.info

مُقْبِلاً مُتَقَنِّعًا فِيْ سَاعَةٍ لَّمْ يَكُنْ يَاْتِيْنَا فِيهَا قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فِدًا لَّهُ بِاَبِيْ وَاُمِّيْ وَاللّٰهِ اِنْ جَاءَ بِهٖ فِيْ هٰذِهِ السَّاعَةِ اِلاَّ لاَمْرٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَاسْتَاذَنَ فَاَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ حِيْنَ دَخَلَ لاَبِيْ بَكْرٍ اَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ قَالَ اِنَّمَا هُمْ اَهْلُكَ بِاَبِيْ اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاِنِّيْ قَدْ اُذِنَ لِيْ فِي الْخُرُوْجِ قَالَ فَالصُّحْبَةُ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَخُذْ بِاَبِيْ اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِحْدَى رَاحِلَتَيَّ هَاتَيْنِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِالثَّمَنِ قَالَتْ فَجَهَّزْنَاهُمَا اَحَثَّ (اَحَبَّ) الْجِهَازِ وَصَنَعْنَا (صَنَعْنَا) لَهُمَا سُفْرَةً فِيْ جِرَابٍ فَقَطَعَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ اَبِيْ بَكْرٍ قِطْعَةً مِّنْ نِطَاقِهَا فَاَوْكَتْ بِهِ الْجِرَابَ وَلِذٰلِكَ كَانَتْ تُسَمّٰى ذَاتُ النِّطَاقِ (النِّطَاقَيْنِ) ثُمَّ لَحِقَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ بِغَارٍ فِيْ جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ ثَوْرٌ فَمَكُثَ فِيْهِ ثَلٰثَ لَيَالٍ يَّبِيْتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ وَهُوَ غُلاَمٌ شَابٌّ لَقِنٌ ثَقِفٌ فَيَرْحَلُ مِنْ عِنْدِهِمَا سَحَرًا فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ فَلاَ يَسْمَعُ اَمْرًا يُكَادَانِ بِهٖ اِلاَّ وَعَاهُ حَتّٰى يَاْتِيَهُمَا بِخَبَرِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ حِيْنَ يَخْتَلِطُ الظَّلاَمُ وَيَرْعٰى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مَوْلٰى اَبِيْ بَكْرٍ مِنْحَةً مِّنْ غَنَمٍ فَيُرِيْحُهُ عَلَيْهِمَا حِيْنَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ مِّنَ الْعِشَاءِ فَيَبِيْتَانِ فِيْ رِسْلِهَا حَتّٰى يَنْعِقَ بِهَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ بِغَلَسٍ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ مِّنْ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّلٰثِ .

৫৩৮২. আয়েশা (রা) বলেন, একদল মুসলমান হাবশায় (ইথিওপিয়ায়) হিজরত করলেন। আবু বাক্‌র (রা)-ও হিজরতের উদ্দেশ্যে মালসামান যোগাড় করলেন। তখন নবী (স) বলেন, তুমি একটু অপেক্ষা করো। আমি আশা করছি, আমাকেও হিজরতের অনুমতি দেয়া হবে। আবু বক্‌র (রা) বলেন, আমার মা-বাপ আপনার জন্য কুরবান হোক ! আপনিও কি হিজরতের আশা রাখেন ? তিনি বলেন, হাঁ। অতপর আবু বাক্‌র (রা) নবী (স)-এর সংগী হওয়ার উদ্দেশ্যে অবস্থান করলেন। তিনি নিজের দু'টি সওয়ারীর পশুকে চার মাস ধরে সামুর গাছের পাতা খাওয়াতে থাকলেন। উরওয়া (র) বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, একদিন আমরা ঠিক দুপুরে আমাদের ঘরে বসা ছিলাম। এমনি সময় এক ব্যক্তি আবু বাক্‌র (রা)-কে বলেন, এই যে রসূলুল্লাহ (স) মুখমণ্ডল ঢেকে তাশরীফ এনেছেন এবং তিনি এমন সময় এসেছেন—সচরাচর এ সময় তিনি আমাদের এখানে আসেন না। আবু বক্‌র (রা) বলেন, তাঁর জন্য আমার মা-বাপ কুরবান হোক। আল্লাহ্‌র কসম ! তিনি নিশ্চয় কোন

www.icsbook.info

জরুরী বিষয় নিয়ে এ সময় এসেছেন। সুতরাং নবী (স) এসে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। অনুমতি পেয়ে তিনি ভেতরে প্রবেশ করলেন। তিনি আবু বাক্‌র (রা)-কে বলেন, আপনার নিকট যারা আছে তাদেরকে সরিয়ে দিন। আবু বাক্‌র (রা) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমার মা-বাপ আপনার জন্য কুরবান হোক ! এরা তো আপনার ঘরেরই লোক। নবী (স) বলেন, আমাকেও হিজরতের অনুমতি দেয়া হয়েছে। আবু বাক্‌র (রা) বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমার মা-বাপ আপনার জন্য কুরবান হোক ! আমিও কি সাথী হবো ? তিনি বলেন, হাঁ। আবু বাক্‌র (রা) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমার মা-বাপ আপনার জন্য কুরবান হোক ! আমার দু'টি সওয়ারী প্রস্তুত, আপনি যে কোন একটি নিয়ে নিন। নবী (স) বলেন, মূল্যের বিনিময়ে। আয়েশা (রা) বলেন, আমরা তাঁদের জন্য সফরের মাল-সামান তৈরি করলাম, নাশতা তৈরি করে চামড়ার থলের মধ্যে রাখলাম। আবু বাক্‌র (রা)-এর কন্যা আসমা (রা) তাঁর ওড়না ছিঁড়ে এক টুকরা দিয়ে থলের মুখ বেঁধে দিলেন। এ জন্যই তাঁকে 'যাতুন-নিতাক' বলা হয়। অতপর নবী (স) ও আবু বাক্‌র (রা) দু'জনই সাওর পাহাড়ের গুহায় গিয়ে আত্মগোপন করেন। সেখানে তাঁরা তিন রাত কাটান। আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাক্‌র (রা) অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সুদক্ষ যুবক ছিল। সে তাদের নিকট রাত কাটাতো এবং ভোর রাতে তাদের কাছ থেকে চলে আসতো। অতপর সকাল বেলা মক্কার কুরাইশদের সাথে এমনভবে মিশে যেত, যেন সে রাতও তাদেরই সাথে কাটিয়েছে। কারো কোন কথা শুনলে সে তা মনে রাখতো। রাত হলে তিনি দিনের সব খবর তাদেরকে এসে জানিয়ে দিত। আবু বাক্‌র (রা)-এর গোলাম আমের ইবনে ফুহাইরা তাদের আশপাশের দুধেল ছাগল নিয়ে চরাতো। এক ঘড়ি রাত অতিক্রান্ত হলে সে ছাগল নিয়ে তাদের নিকট যেত এবং তাদেরকে দুধপান করাতো। আবদুল্লাহ ও আমের দু'জনই ওখানে রাত কাটাতো। শেষে আমের ইবনে ফুহাইরা রাতের আঁধারেই ছাগল নিয়ে চলে আসতো। ওই তিন রাতের প্রতি রাতেই সে এরূপ করেছে।

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ লৌহ শিরস্ত্রাণ।

٥٣٨٣- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلٰى رَاْسِهِ الْمِغْفَرُ .

৫৩৮৩. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের বছর নবী (স) মক্কায় প্রবেশকালে তাঁর মাথায় ছিল লৌহ শিরস্ত্রাণ।

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ ডোরাদার কালো চাদর এবং ইয়ামনী হিবর। খাব্বাব (রা) বলেন, আমরা নবী (স)-এর নিকট অভিযোগ করতে গেলাম, তখন তিনি তাঁর ডোরাদার চাদরে হেলান দিয়ে ছিলেন।

٥٣٨٤- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ اَمْشِيْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيْظُ الْحَاشِيَةِ فَاَدْرَكَهُ اَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيْدَةً حَتّٰى نَظَرْتُ اِلٰى نَظَرْتُ صَفْحَةَ عَاتِقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الْبُرْدِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ

www.icsbook.info

ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرْلِيْ مِنْ مَالِ اللّٰهِ الَّذِيْ عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ ضَحِكَ ثُمَّ اَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ .

৫৩৮৪. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে হেঁটে চলছিলাম। তাঁর গায়ে চওড়া ডোরাদার একখানা নাজরানী চাদর ছিল। এক বেদুঈন তাঁকে কাছে পেল। সে তাঁর চাদরখানা ধরে এত জোরে টান দিল যার ফলে আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাঁধে চাদরের ডোরার দাগ ফুটে উঠতে দেখেছি। তারপর বেদুঈনটি বললো, হে মুহাম্মাদ ! আপনার নিকট আল্লাহর যে সম্পদ আছে তা থেকে আমাকে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিন। রসূলুল্লাহ (স) তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, অতপর তাকে কিছু দান করার নির্দেশ দিলেন।

٥٣٨٥- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَ تْ اِمْرَأَةٌ بِبُرْدَةٍ قَالَ سَهْلٌ هَلْ تَدْرِيْ مَا الْبُرْدَةُ قَالَ نَعَمْ هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوْجٌ فِيْ حَاشِيَتِهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ نَسَجْتُ هٰذِهِ بِيَدِيْ اَكْسُوْكَهَا فَاَخَذَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُحْتَاجًا اِلَيْهَا فَخَرَجَ اِلَيْنَا وَاِنَّهَا لاِزَارُهُ فَجَسَّهَا (فَحَسَّنَهَا) رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اكْسُنِيْهَا قَالَ نَعَمْ فَجَلَسَ مَا شَاءَ اللّٰهُ فِي الْمَجْلِسِ ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَاهَا ثُمَّ اَرْسَلَ بِهَا اِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ مَا اَحْسَنْتَ سَاَلْتَهَا اِيَّاهُ وَقَدْ عَرَفْتَ اَنَّهُ لاَ يَرُدُّ سَائِلاً فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللّٰهِ مَا سَاَلْتُهَا اِلاَّ لِتَكُوْنَ كَفَنِيْ يَوْمَ اَمُوْتُ قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفَنَهُ .

৫৩৮৫. সাহল ইবনে সাদ (রা) বলেন, একবার এক মহিলা একখানা 'বুরদা' (চাদর) নিয়ে আসলো। সাহল (রা) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি জান, 'বুরদা' কী ? সে বললো, হাঁ। তা এমন চাদর যার পাড় ডোরাযুক্ত। মহিলাটি নিবেদন করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আপনাকে পরানোর জন্যই আমি নিজের হাতে এ কারুকার্য করেছি। রসূলুল্লাহ (স) তা নিয়ে নিলেন এবং তাঁর এ চাদরের প্রয়োজনও ছিল। অতপর তিনি আমাদের নিকট আগমন করলেন ঐ চাদরটি ইযার হিসেবে পরিধান করে। উপস্থিত লোকদের একজন তা স্পর্শ করে বলল, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আপনি এটি আমাকে পরিধানের জন্য দিয়ে দিন। নবী (স) বলেন, হাঁ, নিয়ে নাও। অতপর তিনি ঐ বৈঠকে যতক্ষণ আল্লাহ চাইলেন বসে রইলেন, অতপর চলে গেলেন এবং সেই চাদরটি ভাঁজ করে ঐ লোকটির নিকট পাঠিয়ে দিলেন। লোকজন সেই লোকটিকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি তাঁর নিকট চাদরটি চেয়ে ভালো করনি। অথচ তুমি জান যে, তিনি কোন আবেদনকারীকেই বিমুখ করেন না। সে বললো, আল্লাহ্‌র কসম ! আমি তা কেবল এ উদ্দেশ্যেই চেয়েছি যে, আমি মারা গেলে তা যেন আমার কাফন হয়। সাহল (রা) বলেন, ঐ চাদরে লোকটিকে কাফন দেয়া হয়।

٥٣٨٦- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِيْ زُمْرَةٌ هِيَ سَبْعُوْنَ اَلْفًا تُضِيْءُ وُجُوْهُهُمْ اِضَاءَةَ الْقَمَرِ فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ

www.icsbook.info

الْاَسَدِيُّ يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ قَالَ اُدْعُ اللّٰهَ لِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْ يَّجْعَلَنِيْ مِنْهُم فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُم ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّجْعَلَنِيْ مِنْهُم فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَبَقَكَ عُكَّاشَةُ .

৫৩৮৬. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমার উম্মাতের সত্তর হাজারের একটি দল বিনা হিসেবে বেহেশতে যাবে। তাদের চেহারা চাঁদের মতো উজ্জ্বল হবে। তখন উক্কাশা ইবনে মিহসান আসাদী (রা) আপন চাদরখানা উপরে তুলে দাঁড়িয়ে বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আল্লাহর নিকট আমার জন্য দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকেও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি দোয়া করলেন, আয় আল্লাহ ! একেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। এরপর মদীনার এক আনসারী উঠে দাঁড়িয়ে নিবেদন করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমার জন্যও আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকেও তাদের দলভুক্ত করেন। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, উক্কাশা তোমার আগে সে সুযোগ নিয়ে গেছে।

٥٣٨٧- عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ اَيُّ الثِّيَابِ كَانَ اَحَبُّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحِبَرَةُ .

৫৩৮৭. কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কিরূপ পোশাক নবী (স)-এর সর্বাধিক প্রিয় ছিল ? তিনি বলেন, 'হিবারা' (ইয়ামনের এক প্রকার চাদর)।

٥٣٨٨- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ اَحَبُّ الثِّيَابِ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ اَنْ يَّلْبَسَهَا الْحِبَرَةَ .

৫৩৮৮. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) 'হিবারা' (ইয়ামন দেশীয় সবুজ রঙের ডোরাযুক্ত চাদর) পরতে অধিক পসন্দ করতেন।

٥٣٨٩- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ .

৫৩৮৯. নবী পত্নী আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) ইন্তিকাল করলে তাঁকে 'হিবারা' চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়।

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ উলের চাদর ও কারুকার্যময় উলের চাদর।

٥٣٩٠- عَنْ عَائِشَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالاَ لَمَّا نَزَلَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيْصَةً لَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فَاِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَّجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذٰلِكَ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوْا .

www.icsbook.info

৫৩৯০. আয়েশা (রা) ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) মৃত্যু শয্যাগত থাকা অবস্থায় চাদর দ্বারা আপন মুখমণ্ডল ঢেকে রাখতেন, শ্বাস নিতে অসুবিধা হলে তা মুখমণ্ডল থেকে সরিয়ে ফেলতেন এবং এ অবস্থায় বলতেন, ইহূদী ও নাসারাদের উপর আল্লাহ্‌র লানত। তারা তাদের নবীদের কবরকে সিজদার স্থান[৫] বানিয়ে নিয়েছে। তারা যা করছে তা থেকে নবী (স) স্বীয় উম্মাতকে সতর্ক করেন।

٥٣٩١- عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ قَالَ اَخْرَجَتْ اِلَيْنَا عَائِشَةَ كِسَاءً وَاِزَارًا غَلِيْظًا فَقَالَتْ قُبِضَ رُوْحُ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ هٰذَيْنِ .

৫৩৯১. আবু বুরদা (র) বলেন, আয়েশা (রা) একখানা চাদর ও মোটা কাপড়ের একটি ইযার আমাদের নিকট বের করে বলেন, যখন নবী (স) ইনতিকাল করেন তখন এ দু'টি তাঁর পরিধানে ছিল।

٥٣٩٢- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ خَمِيْصَةٍ لَهُ لَهَا اَعْلاَمٌ فَنَظَرَ اِلَى اَعْلاَمِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ اذْهَبُوْا بِخَمِيْصَتِىْ هٰذِهِ اِلَى اَبِىْ جَهْمٍ فَاِنَّهَا اَلْهَتْنِىْ انِفًا عَنْ صَلاَتِىْ وَائْتُوْنِىْ بِاَنْبِجَانِيَّةِ اَبِىْ جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ غَانِمٍ مِّنْ بَنِىْ عَدِىِّ بْنِ كَعْبٍ .

৫৩৯২. আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) পশমী চাদর গায়ে দিয়ে নামায পড়লেন। চাদরটি কারুকার্য খচিত ছিল। সেই কারুকার্যের প্রতি তাঁর নযর পড়লে তিনি সালাম ফিরিয়ে বলেন, আমার এ চাদরটি আবু জাহমের নিকট নিয়ে যাও। এটি ইতিমধ্যেই আমাকে নামাযে অমনোযোগী করে দিয়েছে। আর আমার জন্য বনী আদী ইবনে কা'ব গোত্রের হুযায়ফা ইবনে গানিমের পুত্র আবু জাহমের 'আম্বেজানী' (কারুকার্যহীন সাধারণ) চাদর নিয়ে এসো।

২০-অনুচ্ছেদ ঃ ইশতিমালুস-সাম্মা।[৬]

٥٣٩٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابِذَةِ وَعَنْ صَلاَتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيْبَ وَاَنْ يَّحْتَبِىَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَىْءٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ وَاَنْ يَّشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ -

৫. ইহূদী-খৃষ্টানরা তাদের নবীগণের কবরে সম্মানার্থে সিজদা করে থাকে, সেইসব কবরকে কিবলা বানায়, সেদিকে মুখ করে উপাসনা করে। এটা সম্পূর্ণ শিরক। অনুরূপ কোন পীর-বুর্জগের কবরে করলেও তা শিরক হবে। নবী (স) এ হাদীসে নিষেধ করেছেন—তাঁর কবরের সাথেও যেন অনুরূপ কোন আচরণ না করা হয়।

৬. দুইভাবে কাপড় পরিধান—(১) এক দিকের কাঁধ আবৃত করে এবং অপর কাঁধ অনাবৃত রেখে কাপড় পরা। (২) একই কাপড়ে সমস্ত দেহ জড়িয়ে এমনভাবে বসা যে, গুপ্তাঙ্গ অনাবৃত হয়ে যায়-(সম্পাদক)।

www.icsbook.info

৫৩৯৩. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, নবী (স) মুলামাসা, মুনাবাযা ও দু'টি নামায থেকে নিষেধ করেছেন। ফযরের নামায পড়ার পর সূর্য উপরে না উঠা পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত (নফল নামায পড়া নিষিদ্ধ)। তিনি একটি মাত্র কাপড় এমনভাবে পরতেও নিষেধ করেছেন, যার ফলে লজ্জাস্থান ও আসমানের মধ্যখানে কোন কিছু থাকে না এবং ইসতিমালুস-সাম্মাও নিষেধ করেছেন।

٥٣٩٤- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ نَهٰى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِى الْبَيْعِ وَالْمُلاَمَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْاٰخَرِ بِيَدِهٖ بِاللَّيْلِ اَوْ بِالنَّهَارِ وَلاَ يُقَلِّبُهُ اِلاَّ بِذٰلِكَ وَالْمُنَابَذَةُ اَنْ يَّنْبِذَ الرَّجُلُ اِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهٖ وَيَنْبِذَ الْاٰخَرُ ثَوْبَهٗ وَيَكُوْنُ ذٰلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَّلاَ تَرَاضٍ وَاللِّبْسَتَيْنِ اِشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَالصَّمَّاءُ اَنْ يَّجْعَلَ ثَوْبَهٗ عَلٰى اَحَدِ عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُوْ اَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ وَاللِّبْسَةُ الْاُخْرٰى اِحْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهٖ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلٰى فَرْجِهٖ مِنْهُ شَىْءٌ .

৫৩৯৪. আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) দুই ধরনের পোশাক ও দুই রকম বিক্রয় নিষেধ করেছেন। তিনি বেচা-কেনায় 'মুলামাসা' ও 'মুনাবাযা' নিষেধ করেছেন। 'মুলামাসা' হলো, কোন লোক অন্য লোকের কাপড় রাতে কিংবা দিনে কেবল স্পর্শ করলেই, উল্টে-পাল্টে না দেখলেও এতেই বিক্রয় বাধ্যকর হয়ে গেল। আর 'মুনাবাযা' হলো, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির দিকে তার কাপড় ছুঁড়ে মারলো এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি তার কাপড়ও তার প্রতি ছুঁড়ে মারলো। না দেখে এবং পরস্পর গররাজিতে তাদের এ বেচা-কেনা হয়ে গেল, এটা নিষেধ। নবী (স) ইশতিমালুস সাম্মাও নিষিদ্ধ করেছেন। সাম্মা হলো, নিজের কাপড় নিজের এক কাঁধে এমনভাবে তুলে দেয়া, যাতে অন্য কাঁধটি খোলা থেকে যায়। আর অপর যে পোশাক পরতে তিনি নিষেধ করেছেন তাহলো, একটি কাপড় পেঁচিয়ে এমনভাবে বসা যাতে তার লজ্জাস্থানে কোন কাপড়ই থাকে না।

২১-অনুচ্ছেদ ঃ এক কাপড়ে ঘাড় ও হাঁটু পেঁচিয়ে বসা।

٥٣٩٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ اَنْ يَّحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلٰى فَرْجِهٖ مِنْهُ شَىْءٌ وَاَنْ يَّشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلٰى اَحَدِ شِقَّيْهِ وَعَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ .

৫৩৯৫. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) দুই ধরনের পোশাক (পরিধান) নিষেধ করেছেন। (এক) পুরুষের একটি মাত্র কাপড়ে এমনভাবে গুটিয়ে বসা যে, তার লজ্জাস্থানে এর কিছুই থাকে না। (দুই) একটি মাত্র কাপড় এমনভাবে পেঁচিয়ে গায়ে দেয়া, যাতে তার গায়ের একদিক সম্পূর্ণ খোলা থাকে। আর তিনি 'মুলামাসা' ও 'মুনাবাযা' নিষিদ্ধ করেছেন।

www.icsbook.info

٥٣٩٦- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ اِشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَاَنْ يَّحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِيْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ لَيْسَ عَلٰى فَرْجِهٖ مِنْهُ شَيْءٌ .

৫৩৯৬. আবু সায়ীদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) ইশতিমালুস সাম্মা নিষিদ্ধ করেছেন, আর নিষিদ্ধ করেছেন পুরুষকে একটি মাত্র কাপড় এমনভাবে পরতে, যাতে তার লজ্জাস্থানের উপর ঐ কাপড়ের কিছু থাকে না।

২২-অনুচ্ছেদ ঃ নকশীদার কালো পশমী চাদর।

٥٣٩٧- عَنْ اُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدٍ اُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِثِيَابٍ فِيْهَا خَمِيْصَةٌ سَوْدَاءُ صَغِيْرَةٌ فَقَالَ مَنْ تَرَوْنَ اَنْ نَكْسُوْ هٰذِهِ فَسَكَتَ الْقَوْمُ قَالَ ائْتُوْنِيْ بِاُمِّ خَالِدٍ فَاُتِيَ بِهَا تُحْمَلُ (تُحْتَمَلُ) فَاَخَذَ الْخَمِيْصَةَ بِيَدِهٖ فَاَلْبَسَهَا وَقَالَ اَبْلِيْ وَاَخْلِقِيْ وَكَانَ فِيْهَا عَلَمٌ اَخْضَرُ اَوْ اَصْفَرُ فَقَالَ يَا اُمَّ خَالِدٍ هٰذَا سَنَاهْ وَسَنَاهْ بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنٌ.

৫৩৯৭. উম্মু খালিদ বিনতে খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর নিকট কিছু কাপড় আনা হলো। তার মধ্যে কালো বর্ণের একটি ছোট পশমী চাদরও ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের কাকে এ কাপড়টি দান করব ? সবাই চুপ করে রইলো। তখন তিনি বলেন, আমার নিকট উম্মু খালিদকে নিয়ে এসো। সুতরাং তাকে বহন করে আনা হলো। নবী (স) চাদরটি তাঁর হাতে নিলেন এবং তাকে পরিয়ে দিয়ে দোয়া করেন। আল্লাহ করুন, সে যেন এ কাপড়টি পুরাতন হওয়া এবং তাতে তালি দেয়া পর্যন্ত দীর্ঘজীবি হয়। চাদরটিতে সবুজ কিংবা হলুদ রংয়ের নকশী করা ছিল। তিনি বলেন, হে খালিদের মা ! এটা কি সুন্দর! হাবশী ভাষায় 'সানাহ্' অর্থ সুন্দর।

٥٣٩٨- عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمَّا وَلَدَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ قَالَتْ لِيْ يَا اَنَسُ اُنْظُرْ هٰذَا الْغُلَامَ فَلَا يُصِيْبَنَّ شَيْئًا حَتّٰى تَغْدُوَ بِهٖ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُحَنِّكُهُ فَغَدَوْتُ بِهٖ فَاِذَا هُوَ فِيْ حَائِطٍ وَعَلَيْهِ خَمِيْصَةٌ حُرَيْشِيَّةٌ وَّهُوَ يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِيْ قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ .

৫৩৯৮. আনাস (রা) বলেন, উম্মু সুলাইম (রা)-এর একটি পুত্র সন্তান হলে তিনি আমাকে বলেন, হে আনাস ! তুমি এ বাচ্চাটির প্রতি সযত্ন দৃষ্টি রাখ এবং সকালে তাকে নিয়ে গিয়ে নবী (স) কর্তৃক তার মিষ্টি মুখ না করানো পর্যন্ত তাকে কিছু খেতে বা পান করতে দিও না। আমি তাকে নিয়ে গিয়ে দেখলাম, তিনি এক বাগানে অবস্থান করছেন। তাঁর গায়ে একখানা হুরাইসিয়া পশমী চাদর ছিল। যে সওয়ারীতে আরোহণ করে তিনি মক্কা বিজয় অভিযান চালিয়েছিলেন, বাগানে তিনি সেটির পিঠে চিহ্ন লাগাচ্ছিলেন।

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ সবুজ পোশাক।

٥٣٩٩- عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الزُّبَيْرِ

www.icsbook.info

الْقُرَظِيُّ قَالَتْ عَائِشَةُ وَعَلَيْهَا خِمَارٌ اَخْضَرُ فَشَكَتْ اِلَيْهَا وَاَرَتْهَا خُضْرَةً بِجِلْدِهَا فَلَمَّا جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالنِّسَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا قَالَتْ عَائِشَةُ مَا رَاَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى الْمُؤْمِنَاتُ لَجِلْدُهَا اَشَدُّ خُضْرَةً مِّنْ ثَوْبِهَا قَالَ وَسَمِعَ اَنَّهَا قَدْ اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنَانِ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا قَالَتْ وَاللّٰهِ مَا لِيْ اِلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ اِلاَّ اَنَّ مَا مَعَهُ لَيْسَ بِاَغْنٰى عَنِّيْ مِنْ هٰذِهِ وَاَخَذَتْ هُدْبَةً مِّنْ ثَوْبِهَا فَقَالَ كَذَبَتْ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ لاَنْفُضُهَا نَفْضَ الاَدِيْمِ وَلٰكِنَّهَا نَاشِزٌ تُرِيْدُ رِفَاعَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِنْ كَانَ ذٰلِكَ لَمْ تَحِلِّيْ لَهُ اَوْ لَمْ تَصْلُحِيْ لَهُ حَتّٰى يَذُوْقَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ قَالَ وَاَبْصَرَ مَعَهُ ابْنَيْنِ لَهُ فَقَالَ بَنُوْكَ هٰؤُلاَءِ قَالَ نَعَمْ قَالَ هٰذَا الَّذِيْ تَزْعُمِيْنَ مَا تَزْعُمِيْنَ فَوَاللّٰهِ لَهُمْ اَشْبَهُ بِهِ مِنَ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ .

৫৩৯৯. ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। রিফায়া (রা) তাঁর স্ত্রীকে তালাক দেন। অতপর আবদুর রহমান ইবনুয যুবাইর আল-কুরাযী (রা) তাকে বিয়ে করেন। আয়েশা (রা) বলেন, ঐ মহিলা সবুজ ওড়না পরিহিতা ছিল। সে (এসে) আয়েশা (রা)-এর নিকট (তার স্বামীর বিরুদ্ধে) অভিযোগ করলো এবং আপন দেহের চামড়া দেখালো। তাতে (স্বামীর প্রহারে) সবুজ দাগ পড়েগিয়েছিল। রসূলুল্লাহ (স) আগমন করলে, নারীরা যেহেতু একে অন্যের সমর্থন করে থাকে, আয়েশা (রা) বলেন, আমি কোন ঈমানদার মহিলার সাথে এরূপ নিন্দনীয় আচরণ হতে দেখিনি। তার চামড়া (প্রহারে) তার কাপড়ের চেয়েও অধিক সবুজ হয়ে গেছে। রাবী বলেন, আবদুর রহমান (রা) শুনতে পান যে, তার স্ত্রী রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গিয়েছে। সুতরাং তিনি তার অন্য স্ত্রীর পক্ষের দু'টি পুত্রকে সাথে নিয়ে আসলেন। অভিযোগকারিনী বললো, আল্লাহর কসম ! আমি তার প্রতি কোন ত্রুটি করিনি। তবে তার নিকট যে জিনিস (অর্থাৎ বিশেষ অঙ্গ) আছে, তাতে আমার তৃপ্তি হয় না। (একথা বলে) সে তার কাপড়ের পাড় ধরে দেখালো। তখন আবদুর রহমান বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আল্লাহ্‌র কসম ! সে মিথ্যা বলেছে। আমি তো তাকে চরম তৃপ্তি দিয়েই থাকি। কিন্তু সে নাফরমান। সে আবার রিফায়ার নিকট ফিরে যেতে চায়। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, ব্যাপার যখন এই, তখন তুমি তার জন্য হালাল হবে না, কিংবা একথা বলেছেন, তুমি তার সাথে বিয়ের যোগ্য হবে না, যতক্ষণ না আবদুর রহমান তোমার সাথে যৌন সুখ উপভোগ করে। পরে আবদুর রহমানের সাথে তার ছেলে দু'টিকে দেখে নবী (স) জিজ্ঞেস করেন, এরা কি তোমার ছেলে ? সে বললো, হাঁ। তিনি বলেন, তুমি যা দাবি করেছ তো করেছ। আল্লাহ্‌র কসম ! কাকের সাথে কাকের যেমন সাদৃশ্য তার চেয়েও অধিক সাদৃশ্য রয়েছে আবদুর রহমানের সাথে তার ছেলেদের।

www.icsbook.info

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ সাদা পোশাক।

٥٤٠٠- عَنْ سَعْدٍ قَالَ رَاَيْتُ بِشِمَالِ النَّبِيِّ ﷺ وَبِيَمِيْنِهِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيْضٌ يَوْمَ اُحُدٍ مَّا رَاَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ.

৫৪০০. সাদ (রা) বলেন, আমি উহুদের দিন নবী (স)-এর ডানে-বাঁয়ে দু'জন লোক দেখলাম। তারা সাদা পোশাক পরিহিত ছিল। আমি তাদেরকে এর আগে-পরে কখনো দেখিনি।

٥٤٠١- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ اَبْيَضُ وَهُوَ نَائِمٌ ثُمَّ اَتَيْتُهُ وَقَدْ اسْتَيْقَظَ وَقَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ثُمَّ مَاتَ عَلٰى ذٰلِكَ اِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ عَلٰى رَغْمِ اَنْفِ اَبِىْ ذَرٍّ وَكَانَ اَبُوْ ذَرٍّ اِذَا حَدَّثَ بِهٰذَا قَالَ وَاِنْ رَغِمَ اَنْفُ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ هٰذَا عِنْدَ الْمَوْتِ اَوْ قَبْلَهُ اِذَا تَابَ وَنَدِمَ وَقَالَ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ قَبْلُ .

৫৪০১. আবু যার (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট আসলাম। তখন তিনি সাদা পোশাক পরে ঘুমাচ্ছিলেন। আমি পুনরায় গেলে তিনি জাগলেন এবং বললেন, যে বান্দাহ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" কবুল করেছে এবং এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, সে অবশ্যই বেহেশতে যাবে। আমি বললাম, যদিও সে যেনা করে এবং চুরি করে তবুও ? তিনি বললেন, যদিও সে যেনা করে ও চুরি করে তবুও। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, যদিও সে যেনা করে এবং চুরি করে তবুও ? তিনি বললেন, যদিও সে যেনা করে এবং চুরি করে তবুও। পুনরায় আমি জানতে চাইলাম, যদিও যেনা করে এবং চুরি করে তারপরও ? তিনি বললেন, যদিও সে যেনা করে এবং চুরি করে। আবু যার-এর নাক ভূলিণ্ঠিত হোক ! আবু যার (রা) যখনই এ হাদীস বর্ণনা করতেন, তখন "আবু যার-এর নাক ভূলিণ্ঠিত হোক" কথাটুকুও বলতেন। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন, এটা মৃত্যুর সময় কিংবা তারও আগের ঘটনা, যখন সে বান্দা তওবা করে নিল, লজ্জিত হলো এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বললো—তখন তার পূর্বে কৃত অপরাধ মাফ করে দেয়া হয়।

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষের রেশমী পোশাক পরিধান সম্পর্কে এবং এর যতটুকু পরিমাণ জায়েয।

٥٤٠٢- عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ قَالَ اَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ بِاَذْرَبِيْجَانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْحَرِيْرِ اِلاَّ هٰكَذَا وَاَشَارَ بِاِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الاِبْهَامَ قَالَ فِيْمَا عَلِمْنَا اَنَّهُ يَعْنِى الْاَعْلاَمَ .

www.icsbook.info

৫৪০২. কাতাদা (র) বলেন, আমি আবু উসমান আন-নাহদী (র)-কে বলতে শুনেছি, আমরা উতবা ইবনে ফারকাদ (রা)-এর সাথে আযারবাইজানে ছিলাম। আমাদের কাছে উমার (রা)-এর পত্র আসলো। (তাতে লেখা ছিল) রসূলুল্লাহ (স) রেশমী কাপড় ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছেন। তবে এতটুকু জায়েয আছে। (একথা বলে) তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলে ইশারা করেন। রাবী বলেন, আমাদের জানামতে, এই ইশারা দ্বারা তিনি সূচিকর্ম বুঝিয়েছেন।[৮]

٥٤٠٣- عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ قَالَ كَتَبَ اِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِاذَرْبِيْجَانَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ اِلاَّ هٰكَذَا وَصَفَّ لَنَا النَّبِىُّ ﷺ اِصْبَعَيْهِ وَرَفَعَ زُهَيْرٌ اَلْوُسْطٰى وَالسَّبَّابَةَ .

৫৪০৩. আবু উসমান (র) বলেন, আমরা আযারবাইজানে অবস্থানকালে উমার (রা) আমাদের নিকট পত্র লিখলেন যে, নবী (স) রেশমী কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন, তবে এতটুকু জায়েয। আমাদেরকে নবী (স) তাঁর দুই আঙ্গুলে ইশারা করে বুঝিয়ে দেন। যুহাইর (র) মধ্যমা ও তর্জনী উত্তোলন করেন।

٥٤٠٤- عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ قَالَ كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ فَكَتَبَ اِلَيْهِ عُمَرُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا اِلاَّ لَمْ يَلْبَسْ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْهُ وَاَشَارَ اَبُوْ عُثْمَانَ بِاِصْبَعَيْهِ الْمُسَبِّحَةِ وَالْوُسْطٰى .

৫৪০৪. আবু উসমান (র) বলেন, আমরা উতবা (রা)-এর সাথে ছিলাম। তাঁর নিকট উমার (রা) পত্র লিখেন যে, নবী (স) বলেছেন, দুনিয়ায় সেই ব্যক্তিই রেশমী কাপড় পরিধান করে যে আখেরাতে তা পরিধানের বাসনা রাখে না। আবু উসমান (র) তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করেন যতটুকু পরিমাণ জায়েয তা বুঝানোর জন্য।

٥٤٠٥- عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقٰى فَاَتَاهُ دِهْقَانٌ بِمَاءٍ فِىْ اِنَاءٍ مِّنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ اِنِّىْ لَمْ اَرْمِهِ اِلاَّ اَنِّىْ نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْحَرِيْرُ وَالدِّيْبَاجُ هِىَ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِى الْاٰخِرَةِ .

৫৪০৫. ইবনে আবু লাইলা (র) বলেন, হুযাইফা (রা) মাদায়েনে ছিলেন। তিনি পানি চাইলেন। এক গ্রাম্য লোক একটি রৌপ্য পাত্রে পানি নিয়ে আসলো। হুযাইফা (রা) তা ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন, আমি এটি ছুঁড়ে ফেলতাম না। আমি তাকে নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু সে মানেনি। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, সোনা, রুপা এবং মোটা ও মিহি রেশম দুনিয়ায় কাফেরদের জন্য আর তোমাদের জন্য হলো আখেরাতে।

৮. হানাফী মাযহাব মতে চার আঙ্গুল পরিমাণ রেশমী বস্ত্র ব্যবহার জায়েয আছে।

www.icsbook.info

٥٤٠٦- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ اَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ شَدِيْدًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا فَلَنْ يَّلْبَسَهُ فِى الْاٰخِرَةِ .

৫৪০৬. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। শোবা (র) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি নবী (স) থেকে ? তিনি জোর দিয়ে বলেন, নবী (স) থেকে। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে সে আখেরাতে কখনও তা পরিধান করতে পারবে না।

٥٤٠٧- عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ يَقُوْلُ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِى الْاٰخِرَةِ .

৫৪০৭. সাবিত (র) বলেন, আমি ইবনুয যুবাইর (রা)-কে তাঁর ভাষণে বলতে শুনেছি ঃ মুহাম্মাদ (স) বলেছেন, যে লোক দুনিয়ায় রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে, আখেরাতে সে তা পরতে পারবে না।

٥٤٠٨- عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِى الْاٰخِرَةِ .

৫৪০৮. ইবনুয যুবাইর (রা) বলেন, আমি উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী (স) বলেছেন, যে লোক দুনিয়ায় রেশমী পোশাক পরবে, আখেরাতে সে তা পরিধান করতে পারবে না।

٥٤٠٩- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْحَرِيْرِ فَقَالَتْ ائْتِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَلْهُ قَالَ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ سَلِ ابْنَ عُمَرَ قَالَ فَسَاَلْتُ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ حَفْصٍ يَعْنِىْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ فَقُلْتُ صَدَقَ وَمَا كَذَبَ اَبُوْ حَفْصٍ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

৫৪০৯. ইমরান ইবনে হিত্তান (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে রেশমী বস্ত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন ঃ তুমি ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট যাও এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করো। আমি গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তুমি ইবনে উমার (রা) -এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করো। আমি গিয়ে ইবনে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমার নিকট আবু হাফস অর্থাৎ হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ দুনিয়ায় সে ব্যক্তিই রেশমী কাপড় পরিধান করে আখেরাতে যার ভাগে তা নেই। আমি বললাম, তিনি ঠিকই বলেছেন। আবু হাফস (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর উপর মিথ্যারোপ করেননি।

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি রেশমী বস্ত্র কেবল স্পর্শ করে, পরিধান করে না। এ ব্যাপারে আনাস (রা) নবী (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

www.icsbook.info

٥٤١٠- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اُهْدِىَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ثَوْبُ حَرِيْرٍ فَجَعَلْنَا نَلْمِسُهُ وَنَتَعَجَّبُ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَتَعْجَبُوْنَ مِنْ هٰذَا قُلْنَا نَعَمْ قَالَ مَنَادِيْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا .

৫৪১০. বারাআ (রা) বলেন, নবী (স)-কে একখানা রেশমী বস্ত্র উপহার দেয়া হলে আমরা তা হাত দিয়ে স্পর্শ করে দেখতে লাগলাম এবং এর প্রশংসা করলাম। নবী (স) বলেন, তোমরা এতে বিস্মিত হচ্ছ ? আমরা জবাব দিলাম, হাঁ। তিনি বলেন, বেহেশতে সাদ ইবনে মুয়াযের রুমাল এর চেয়ে অধিক উত্তম।

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ রেশমী বস্ত্র বিছানার চাদর হিসেবে ব্যবহার। উবাইদা (র) বলেছেন, তা পরিধান তুল্য।

٥٤١١- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ اَنْ نَشْرَبَ فِىْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَاَنْ نَاْكُلَ فِيْهَا وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَاَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ .

৫৪১১. হুযাইফা (রা) বলেন, নবী (স) আমাদেরকে সোনা-রুপার পাত্রে পানাহার করতে, মোটা ও মিহি রেশমী কাপড় পরতে এবং তাতে বসতে নিষেধ করেছেন।

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ ক্বাস্‌সী পরিধান করা। আবু বুরদা (র) বলেন, আমি আলী (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, 'ক্বাস্‌সী' কি ? তিনি বলেন, এটা এক ধরনের কাপড়, সিরিয়া কিংবা মিসর থেকে আমাদের দেশে আমদানী হয়ে থাকে। চওড়া দিক থেকে তাতে উৎরুঞ্জের ন্যায় রেশম দ্বারা নকশী করা হয়। আর 'মীসারা' এমন কাপড় যা স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের জন্য চাদরের ন্যায় বানিয়ে রাখে এবং তা হলুদ বর্ণের হয়ে থাকে। জারীর (র) ইয়াযীদ থেকে তাঁর বর্ণিত হাদীসে বলেন, 'ক্বাস্‌সী' হলো ডোরাদার এমন কাপড়, যা মিসর থেকে আমদানী হতো এবং তাতে রেশম থাকতো। আর 'মীসারা' হলো বন্য হিংস্র পশুর চামড়া দ্বারা প্রস্তুত বস্ত্র।

٥٤١٢- عَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ عَازِبٍ قَالَ نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ وَالْقَسِّيِّ وَقَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ قَوْلُ عَاصِمٍ اَكْثَرُ وَاَصَحُّ فِى الْمِيْثَرَةِ .

৫৪১২. বারাআ ইবনে আযেব (রা) বলেন, আমাদেরকে নবী (স) লাল রং-এর 'মীসারা' ও ক্বাস্‌সী পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। আবু আবদুল্লাহ (বুখারী) বলেন, মীসারা সম্পর্কে আসেমের কথাই অধিকাংশের মতে অধিক সঠিক।

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ চর্মরোগী পুরুষদের জন্য রেশমী কাপড় পরিধানের অনুমতি।

٥٤١٣- عَنْ اَنَسٍ قَالَ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ فِىْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ لِحَكَّةٍ بِهِمَا .

৫৪১৩. আনাস (রা) বলেন, নবী (স) যুবাইর (রা) ও আবদুর রহমান (রা)-কে তাদের চর্মরোগ হওয়ার দরুন রেশমী কাপড় পরিধানের অনুমতি দিয়েছেন।

www.icsbook.info

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ নারীদের জন্য রেশমী বস্ত্র।

٥٤١٤ـ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَسَانِيْ النَّبِيُّ ﷺ حُلَّةً سِيَرَاءَ فَخَرَجْتُ فِيْهَا فَرَاَيْتُ الْغَضَبَ فِيْ وَجْهِهِ فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِيْ .

৫৪১৪. আলী (রা) বলেন, নবী (স) আমাকে পরার জন্য লাল রংয়ের একখানা রেশমী 'হুল্লাহ' দান করেন। আমি সেটি পরে বের হলে নবী (স)-এর চেহারায় অসন্তুষ্টি লক্ষ্য করলাম। আমি তা টুকরা টুকরা করে আমার ঘরের মেয়েলোকদের মধ্যে বণ্টন করে দিলাম।

٥٤١٥ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عُمَرَ رَاٰى حُلَّةَ سِيَرَاءَ تُبَاعُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ ابْتَعْتَهَا تَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ اِذَا اَتَوْكَ وَالْجُمُعَةِ قَالَ اِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ وَاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ بَعْدَ ذٰلِكَ اِلٰى عُمَرَ حُلَّةَ سِيَرَاءَ حَرِيْرًا فَكَسَاهَا اِيَّاهُ فَقَالَ عُمَرُ كَسَوْتَنِيْهَا وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُوْلُ فِيْهَا مَا قُلْتَ فَقَالَ اِنَّمَا بَعَثْتُ اِلَيْكَ لِتَبِيْعَهَا اَوْ تَكْسُوْهَا .

৫৪১৫. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) একখানা লাল রেশমী 'হুল্লাহ' বিক্রয় হতে দেখে বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আপনি এটি কিনে নিলে ভালো হতো। কোন প্রতিনিধিদল আপনার নিকট আসলে এবং জুমুআর দিন আপনি এটি পরতে পারতেন। তিনি বলেন, এটি সে লোকই পরবে, (আখেরাতে) যার কোন অংশ নেই। এর পরের ঘটনা। নবী (স) উমার (রা)-এর নিকট পরিধানযোগ্য রেশমের একখানা লাল 'হুল্লাহ' পাঠালেন এবং বিশেষভাবে এটি তাঁকেই দান করেন। উমার (রা) বলেন, আপনি আমাকে এটি পরার জন্য পাঠিয়েছেন। অথচ এ কাপড় সম্পর্কে আপনি যা মন্তব্য করেছেন, তা আমি শুনেছি। নবী (স) বলেন, এটি আমি তোমার নিকট পাঠিয়েছি এজন্য যে, হয় এটি তুমি বিক্রয় করবে নতুবা কাউকে পরতে দিবে।

٥٤١٦ـ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ رَاٰى عَلٰى اُمِّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بُرْدَ حَرِيْرٍ سِيَرَاءَ .

৫৪১৬. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর কন্যা উম্মু কুলসূম (রা)-এর গায়ে লাল রেশমী চাদর দেখেছেন।

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স) যে মানের পোশাক ও বিছানা যথেষ্ট মনে করতেন।

٥٤١٧ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَبِثْتُ سَنَةً وَّاَنَا اُرِيْدُ اَنْ اَسْاَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرْاَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَجَعَلْتُ اَهَابُهُ فَنَزَلَ يَوْمًا مَنْزِلاً فَدَخَلَ الْاَرَاكَ

www.icsbook.info

فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُهُ فَقَالَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ثُمَّ قَالَ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لاَ نُعُدُّ النِّسَاءَ شَيْئًا فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ وَذَكَرَهُنَّ اللَّهُ رَأَيْنَا لَهُنَّ بِذَلِكَ عَلَيْنَا حَقًّا مِنْ غَيْرِ اَنْ نُدْخِلَهُنَّ فِيْ شَيْءٍ مِّنْ اُمُوْرِنَا وَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِيْ كَلاَمٌ فَاَغْلَظَتْ لِيْ فَقُلْتُ لَهَا وَاِنَّكَ لَهُنَاكِ قَالَتْ تَقُوْلُ هٰذَا لِيْ وَابْنَتُكَ تُؤْذِي النَّبِيَّ ﷺ فَاَتَيْتُ حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا اِنِّيْ اُحَذِّرُكِ اَنْ تَعْصِيْ (تُغْضِبِيْ) اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ وَتَقَدَّمْتُ اِلَيْهَا فِيْ اَذَاهُ فَاَتَيْتُ اُمَّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ لَهَا فَقَالَتْ اَعْجَبُ مِنْكَ يَا عُمَرُ قَدْ دَخَلْتَ فِيْ اُمُوْرِنَا فَلَمْ يَبْقَ اِلاَّ اَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَاَزْوَاجِهِ فَرَدَّتْ وَكَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ اِذَا غَابَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَشَهِدْتُهُ اَتَيْتُهُ بِمَا يَكُوْنُ وَاِذَا غِبْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَشَهِدَ اَتَانِيْ بِمَا يَكُوْنُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ مَنْ حَوْلَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَدِ اسْتَقَامَ لَهُ فَلَمْ يَبْقَ اِلاَّ مَلِكُ غَسَّانَ بِالشَّامِ كُنَّا نَخَافُ اَنْ يَاتِيَنَا فَمَا شَعَرْتُ اِلاَّ بِالْاَنْصَارِيِّ وَهُوَ يَقُوْلُ اِنَّهُ قَدْ حَدَثَ اَمْرٌ قُلْتُ لَهُ وَمَا هُوَ اَجَاءَ الْغَسَّانِيُّ قَالَ اَعْظَمُ مِنْ ذَاكَ طَلَّقَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ نِسَاءَهُ فَجِئْتُ فَاِذَا الْبُكَاءُ مِنْ حُجَرِهِنَّ كُلِّهَا وَاِذَا النَّبِيُّ ﷺ قَدْ صَعِدَ فِيْ مَشْرُبَةٍ لَّهُ وَعَلَى بَابِ الْمَشْرُبَةِ وَصِيْفٌ فَاَتَيْتُهُ فَقُلْتُ اِسْتَاْذِنْ لِّيْ فَاَذِنَ لِيْ فَدَخَلْتُ فَاِذَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَى حَصِيْرٍ قَدْ اَثَّرَ فِيْ جَنْبِهِ وَتَحْتَ رَاْسِهِ مِرْفَقَةٌ مِّنْ اَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ وَاِذَا اُهُبٌ مُعَلَّقَةٌ وَّقَرَظٌ فَذَكَرْتُ الَّذِيْ قُلْتُ لِحَفْصَةَ وَاُمِّ سَلَمَةَ وَالَّذِيْ رَدَّتْ عَلَيَّ اُمُّ سَلَمَةَ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَلَبِثَ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ .

৫৪১৭. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি এক বছর ধরে সেই দুই মহিলা সম্পর্কে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম যারা নবী (স)-এর বিরুদ্ধে পরস্পরের সহায়ক হয়েছিলেন। কিন্তু আমি তাঁকে ভয় করতাম। একদিন তিনি এক স্থানে অবতরণ করলেন এবং একটি 'আরাক' বৃক্ষের নিকট (প্রাকৃতিক প্রয়োজনে) গেলেন। ফিরে এলে আমি তাঁকে (সেই দুই মহিলা সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তারা ছিলো আয়েশা ও হাফসা (রা)। পুনরায় তিনি মন্তব্য করলেন, আমরা জাহিলিয়াতের জমানায় নারীদেরকে গুরুত্বই দিতাম না। যখন ইসলাম আসলো এবং আল্লাহ তাআলা তাদের অধিকার সম্পর্কে উল্লেখ করলেন, তখন আমরা তাদের অধিকার দিতে থাকলাম। তবে আমাদের পুরুষদের ব্যাপারে তাদেরকে নাক গলাতে দিতাম না। একদা আমার ও আমার স্ত্রীর মধ্যে বাদানুবাদ

www.icsbook.info

হলো। আমার স্ত্রী আমাকে খুব রুঢ় জবাব দিল। তখন আমি তাকে বললাম, তুমি ! আর এ তোমার আস্পর্দা ! সে উত্তর করলো, হাঁ, আমাকে তুমি একথা বলছো, আর তোমার মেয়ে নবী (স)-কে যাতনা দিচ্ছে। (একথা শুনে) আমি হাফ্সার নিকট আসলাম এবং তাকে বললাম, আমি তোমাকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হওয়া থেকে সর্তক করছি। আমি প্রথমে হাফ্সাকে, তারপর উম্মু সালামাকে একই কথা বললাম। তিনি জবাব দিলেন, হে উমার ! আমি অবাক হচ্ছি যে, তুমি আমাদের সব ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করো। শেষ পর্যন্ত এখন রসূলুল্লাহ (স) এবং তাঁর বিবিদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করতে শুরু করলে ! (একথা বলে) তিনি আমার উপদেশ প্রত্যাখ্যান করেন।

একজন আনসারী যখন পালাক্রমে রসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে অনুপস্থিত থাকতেন, তখন আমি তাঁর দরবারে হাজির থাকতাম। সেখানে যা কিছু হতো, আমি এসে সেই আনসারীর নিকট বর্ণনা করতাম। যখন আমি রসূলুল্লাহ (স) থেকে অনুপস্থিত থাকতাম আর সে উপস্থিত থাকতো, তখন ওখানে যা কিছু ঘটতো, সে এসে আমার নিকট সব বলতো। রসূলুল্লাহ (স)-এর পার্শ্ববর্তী এলাকার রাজা বা শাসক সবাই তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে, কেবল সিরিয়ার গাস্সানের বাদশাহ ছাড়া। সে আমাদের উপর হামলা করে বসতে পারে বলে আমাদের আংশকা ছিল। হঠাৎ আমি দেখলাম, সেই আনসারী এসে বলতে লাগলো, এক ভীষণ ব্যাপার ঘটে গেছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার ? গাস্সানীরা এসে গেছে নাকি ? সে বললো, তার চেয়েও মারাত্মক ব্যাপার। রসূলুল্লাহ (স) তাঁর বিবিদেরকে তালাক দিয়েছেন। সুতরাং আমি (ওখানে) এসে দেখি রসূলের বিবিদের সবার হুজরা থেকে কান্নার আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। আর নবী (স) তাঁর হুজরার উপরিতলে উঠে অবস্থান করছেন এবং এর দরজায় একটি গোলাম ছিল। আমি তার নিকট গেলাম এবং বললাম, আমার জন্য ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাও। (অনুমতি পাওয়ার পর) আমি ভেতরে গেলাম। দেখলাম নবী (স) একটি চাটাইয়ের উপর শুয়ে আছেন। চাটাইয়ের দাগ তাঁর পার্শ্বদেশে বসে গেছে। তাঁর মাথার নীচে ছিল চামড়ার বালিশ। এর ভেতরে ভরা ছিল খেজুরের ছাল। সেখানে কয়েকটি চামড়া লটকানো ছিল, চামড়া রং করার কিছু ঘাসও ছিল। আমি হাফসা ও উম্মু সালামাকে যা বলেছিলাম এবং উম্মু সালামা আমার কথার যে জবাব দিয়েছিলেন, তা সবই তাঁর নিকট উল্লেখ করলাম। রসূলুল্লাহ (স) হেসে দিলেন। তিনি উনত্রিশ রাত সেখানে কাটালেন, তারপর নেমে এলেন।

٥٤١٨ـ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتْنَةِ مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ مَنْ يُوْقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ كَمْ مِنْ كَاسِيَةٍ فِى الدُّنْيَا عَارِيَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ الزُّهْرِىُّ وَكَانَتْ هِنْدُ لَهَا أَزْرَارٌ فِىْ كُمَّيْهَا بَيْنَ أَصَابِعِهَا.

৫৪১৮. উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাতে নবী (স) একথা বলতে বলতে ঘুম থেকে জেগে উঠলেন ঃ "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, কত ফিতনা রাতে নাযিল হয়েছে, আরও নাযিল হয়েছে কত ধনভাণ্ডার। এমন কে আছে যে এ হুজরাগুলোর রমনীদেরকে জাগিয়ে দিবে ?

www.icsbook.info

দুনিয়ায় উত্তম পোশাক পরিহিতা কত যে নারী কিয়ামতের দিন থাকবে বিবস্ত্র। যুহরী (র) বলেন, হিন্দের আস্তিন দু'টির মধ্যে আঙ্গুলগুলোর কাছাকাছি স্থানে বোতাম মারা ছিল (যুহরী তাঁর থেকেই এ হাদীস বর্ণনা করেছেন)।

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ কাউকে নতুন কাপড় পরিয়ে তার জন্য দোয়া করা।

٥٤١٩- عَنْ اُمِّ خَالِدٍ قَالَتْ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِثِيَابٍ فِيْهَا خَمِيْصَةٌ سَوْدَاءُ قَالَ مَنْ تَرَوْنَ نَكْسُوْهَا هٰذِهِ الْخَمِيْصَةَ فَاَسْكَتَ الْقَوْمُ قَالَ ائْتُوْنِىْ بِاُمِّ خَالِدٍ فَاُتِىَ بِىْ النَّبِىُّ ﷺ فَاَلْبَسَهَا بِيَدِهِ وَقَالَ اَبْلِىْ وَاَخْلِقِىْ (اَخْلِقِىْ) مَرَّتَيْنِ فَجَعَلَ يَنْظُرُ اِلٰى عَلَمِ الْخَمِيْصَةِ وَيُشِيْرُ بِيَدِهِ اِلَىَّ وَيَقُوْلُ يَا اُمَّ خَالِدٍ هٰذَا سَنَا يَا اُمَّ خَالِدٍ هٰذَا سَنَا وَالسَّنَا بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ الْحَسَنُ قَالَ اِسْحَاقُ حَدَّثَتْنِىْ اِمْرَأَةٌ مِّنْ اَهْلِىْ اَنَّهَا رَاَتْهُ عَلٰى اُمِّ خَالِدٍ .

৫৪১৯. উম্মু খালিদ (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপহার স্বরূপ কিছু কাপড় আনা হলো। তার মধ্যে একখানা কালো চাদরও ছিলো। রসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের কি খেয়াল, এ চাদর আমি কাকে পরাবো ? সকলে চুপ রইলেন। তিনি বলেন, আমার নিকট উম্মু খালিদকে নিয়ে এসো। অতপর আমাকে নবী (স)-এর নিকট আনা হলো। তিনি নিজ হাতে আমাকে তা পরিয়ে দিলেন এবং দু'বার বলেন, তুমি অনেক পোশাক পরিধান পর্যন্ত দীর্ঘজীবী হও। তারপর তিনি চাদরখানার নকশা ও কারুকার্যের প্রতি দেখতে থাকেন এবং আপন হাতে সেদিকে ইশারা করে বলেন, হে উম্মু খালিদ ! হাযা সানা (এটা কত সুন্দর)! হাবশী ভাষায় 'সানা' মানে সুন্দর। ইসহাক (র) বলেন, আমার পরিবারের এক মহিলা বর্ণনা করেছে, সে উম্মু খালিদের ঐ চাদরটি তার গায়ে দেখেছে।

৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষদের জন্য যাফরানী রংয়ের কাপড় ব্যবহার নিষিদ্ধ।

٥٤٢٠- عَنْ اَنَسٍ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَّتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ .

৫৪২০. আনাস (রা) বলেন, নবী (স) পুরুষদেরকে যাফরানী রংয়ের কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন।

৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ যাফরানী রংয়ের কাপড়।

٥٤٢١- عَنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَّلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا بِوَرْسٍ اَوْ بِزَعْفَرَانَ .

৫৪২১. ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী (স) ইহরামধারী ব্যক্তিকে 'ওয়ারস' কিংবা যাফরানে রঞ্জিত কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

www.icsbook.info

৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ লাল কাপড়।

٥٤٢٢- عَنِ الْبَرَاءِ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مَرْبُوْعًا وَّقَدْ رَاَيْتُهُ فِيْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَا رَاَيْتُ شَيْئًا اَحْسَنَ مِنْهُ .

৫৪২২. বারাআ (রা) বলেন, নবী (স) উচ্চতায় মধ্যম ধরনের ছিলেন। আমি তাঁকে লাল 'হুল্লা' পরিহিত দেখেছি। তাঁর চেয়ে বেশী সুন্দর কোন জিনিস আমার নযরে আসেনি।

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ লাল 'মীসারা'।

٥٤٢٣- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَاِتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَنَهَانَا عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَالْقَسِّيِّ وَالْاِسْتَبْرَقِ وَمَيَاثِرِ الْحُمُرِ .

৫৪২৩. বারাআ (রা) বলেন, নবী (স) আমাদেরকে সাতটি জিনিসের নির্দেশ দিয়েছেন ঃ রোগীকে দেখতে যেতে, জানাযার অনুসরণ করতে, হাঁচিদানকারীর জবাব দিতে। আর তিনি আমাদেরকে মোটা ও মিহি রেশমী কাপড়, কাস্‌সী কাপড়, মিহি বা চিকন রেশমী কাপড় এবং লাল 'মীসারা' কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ পশমমুক্ত পাকা চামড়ার জুতা ইত্যাদি।

٥٤٢٤- عَنْ سَعِيْدٍ اَبِيْ مَسْلَمَةَ قَالَ سَاَلْتُ اَنَسًا اَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ فِيْ نَعْلَيْهِ قَالَ نَعَمْ .

৫৪২৪. সায়ীদ আবূ মাসলামা (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (স) কি জুতা পরে নামায পড়তেন ? তিনি বলেন, হাঁ।

٥٤٢٥- عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ اَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَاَيْتُكَ تَصْنَعُ اَرْبَعًا لَمْ اَرَ اَحَدًا مِنْ اَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ مَاهِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ رَاَيْتُكَ لَاتَمَسُّ مِنَ الْاَرْكَانِ اِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ وَرَاَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَرَاَيْتُكَ تَصْنَعُ بِالصُّفْرَةِ وَرَاَيْتُكَ اِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ اَهَلَّ النَّاسُ اِذَا رَاَوُا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهِلَّ اَنْتَ حَتّٰى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَمَّا الْاَرْكَانُ فَاِنِّيْ لَمْ اَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَمَسُّ اِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ وَاَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَاِنِّيْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِيْ لَيْسَ فِيْهَا شَعَرٌ وَّيَتَوَضَّأُ فِيْهَا فَاَنَا اُحِبُّ اَنْ اَلْبَسَهَا وَاَمَّا الصُّفْرَةُ فَاِنِّيْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَصْبُغُ بِهَا فَاَنَا اُحِبُّ اَنْ اَصْبُغَ بِهَا وَاَمَّا الْاِهْلَالُ فَاِنِّيْ لَمْ اَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُهِلُّ حَتّٰى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ .

www.icsbook.info

৫৪২৫. উবাইদ ইবনে জুরাইজ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, আমি আপনাকে এমন চারটি কাজ করতে দেখছি, যা আপনার সাথীগণকে করতে দেখিনি। তিনি বলেন ঃ 'হে ইবনে জুরাইজ ! সেগুলো কি কি ? ইবনে জুরাইজ বলেন ঃ আমি দেখলাম, আপনি দু'টি রুকনে ইয়ামানী ছাড়া খানায়কাবার অপর রুকন-গুলোতে তাওয়াফের সময় চুমু দেন না, পশমমুক্ত পাকা চামড়ার জুতা পরেন এবং কাপড়কে হলুদ রংয়ে রঞ্জিত করেন। আপনি যখন মক্কায় ছিলেন, তখন লোকজন চাঁদ দেখে ইহরাম বেঁধেছিল। কিন্তু আপনি ইয়াওমুত 'তারবিয়া' অর্থাৎ চাঁদের আট তারিখে ইহরাম বাঁধলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রুকনগুলোকে চুমু দেয়ার ব্যাপারে কথা এই যে, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে শুধু দু'টি রুকনে ইয়ামানীকেই চুমু দিতে দেখেছি। পশমমুক্ত পাকা চামড়ার জুতার ব্যাপার এই যে, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে এমন জুতা পায়ে দিতে দেখেছি, যাতে পশম ছিল না এবং উযু করে তিনি তাতে পা ঢুকাতেন। এজন্যে আমি অনুরূপ জুতা পরা পসন্দ করি। আর হলুদ রংয়ের ব্যাপার হলো, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে ঐ রং ব্যবহার করতে দেখেছি। তাই আমিও ঐ রং ভালোবাসি। বাকি রইলো ইহরাম। আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে তাঁর জন্তুযান রওয়ানা করার পরই ইহরাম বাঁধতে দেখেছি (৮ই যিলহিজ্জায়)।

٥٤٢٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا بِزَعْفَرَانٍ اَوْ وَرْسٍ وَقَالَ مَنْ لَّمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

৫৪২৬. ইবনে উমার (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) ইহরাম বাঁধা অবস্থায় কোন ব্যক্তিকে যাফরান বা ওয়ারস দ্বারা রঞ্জিত কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, যার জুতা নেই ইহরাম অবস্থায় সে যেন মোজা পরে এবং তা পায়ের গোছার নীচ থেকে (উপরের অংশ) কেটে ফেলে।

٥٤٢٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ اِزَارٌ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيْلَ وَمَنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ .

৫৪২৭. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন, যার লুঙ্গি নেই সে যেন পায়জামা পরে। আর যার জুতা নেই সে যেন ইহ্‌রাম অবস্থায় মোজা পরে।

৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ প্রথমে ডান পায়ে জুতা পরবে।

٥٤٢٨- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِيْ طُهُوْرِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ .

৫৪২৮. আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) উযু করা, মাথা আঁচড়ানো এবং জুতা পরা ডান দিক থেকে শুরু করা পসন্দ করতেন।

www.icsbook.info

৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ বাম পায়ের জুতা আগে খুলবে।

٥٤٢٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا انْتَعَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِيْنِ وَاِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ لِتَكُنِ الْيُمْنٰى اَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَاٰخِرَهُمَا تُنْزَعُ .

৫৪২৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমাদের কেউ যখন জুতা পরবে তখন প্রথমে ডান পায়ে পরবে এবং যখন খুলবে তখন আগে বাম পায়ের জুতা খুলবে, যেন পায়ে দেয়ার সময় ডান পা প্রথমে হয় এবং খোলার সময় শেষে হয়।

৪০-অনুচ্ছেদ ঃ এক পায়ে জুতা পরে হাঁটবে না।

٥٤٣٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَمْشِىْ اَحَدُكُمْ فِىْ نَعْلٍ وَّاحِدَةٍ لِيُحْفِهِمَا جَمِيْعًا اَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيْعًا.

৫৪৩০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমাদের কেউ এক পায়ে জুতা পরে যেন চলাফেরা না করে। সে হয় দু'খানাই খুলে খালি পায়ে হাঁটবে ; নতুবা দু'খানাই পায়ে দিবে।

৪১-অনুচ্ছেদ ঃ এক জুতায় দু'টি ফিতা। কেউ কেউ একটি ফিতাকেও জায়েয মনে করেন।

٥٤٣١- عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا اَنَسٌ اَنَّ نَعْلَ (نَعْلَىِ) النَّبِىِّ ﷺ كَانَ لَهَا (لَهُمَا) قِبَالاَنِ

৫৪৩১. কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী (স)-এর জুতায় দু'টি ফিতা ছিল

٥٤٣٢- عَنْ عِيْسَى بْنِ طَهْمَانَ قَالَ خَرَجَ اِلَيْنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ بِنَعْلَيْنِ لَهُمَا قِبَالاَنِ فَقَالَ ثَابِتٌ الْبُنَانِىُّ هٰذِهِ نَعْلُ النَّبِىِّ ﷺ .

৫৪৩২. ঈসা ইবনে তাহমান (র) বলেন, আনাস ইবনে মালেক (রা) এক জোড়া জুতা আমাদের নিকট বের করে আনলেন। জুতা জোড়ার প্রতিটির মধ্যে দু'টি করে রশি ছিল। সাবিত আল-বুনানী (র) বলেন, এটা নবী (স)-এর জুতা।

৪২-অনুচ্ছেদ ঃ লাল চামড়ার তাঁবু।

٥٤٣٣- عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ فِىْ قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ اَدَمٍ وَرَاَيْتُ بِلاَلاً اَخَذَ وَضُوْءَ النَّبِىِّ ﷺ وَالنَّاسُ يَبْتَدِرُوْنَ الْوَضُوْءَ فَمَنْ اَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ وَمَنْ لَّمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا اَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ .

৫৪৩৩. ওয়াহ্ব ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট আসলাম। এ সময় তিনি লাল চামড়ার তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। আমি বিলাল (রা)-কে দেখলাম,

www.icsbook.info

তিনি নবী (স)-এর উযুর বেচে যাওয়া পানি নিয়ে নিলেন। অন্য সব লোকও ঐ পানি কার আগে কে লুফে নেবে সেই চেষ্টায় লিপ্ত। যিনিই ওখান থেকে কিছু পানি পেলেন, তিনি তা আপন মুখে মাখলেন। আর যিনি তার কিছুই পেলেন না, তিনি তাঁর সাথীর হাতের ভিজা জায়গা থেকে মুছে নিলেন।

٥٤٣٤- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَى الْاَنْصَارِ وَجَمَعَهُمْ فِيْ قُبَّةٍ مِّنْ اَدَمٍ .

৫৪৩৪. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী (স) মদীনার আনসারগণকে ডেকে পাঠান এবং সবাইকে চামড়ার তাঁবুতে জমায়েত করলেন।

৪৩-অনুচ্ছেদ ঃ চাটাই ইত্যাদিতে বসা।

٥٤٣٥- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَحْتَجِرُ (يُحْتَجِرُ) حَصِيْرًا بِاللَّيْلِ فَيُصَلِّيْ (عَلَيْهِ) وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَثُوْبُوْنَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيُصَلُّوْنَ بِصَلاَتِهِ حَتّٰى كَثُرُوْا فَاَقْبَلَ فَقَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ خُذُوْا مِنَ الْاَعْمَالِ مَا تُطِيْقُوْنَ فَاِنَّ اللّٰهَ لاَ يَمَلُّ حَتّٰى تَمَلُّوْا وَاِنَّ اَحَبَّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ مَا دَامَ وَاِنْ قَلَّ .

৫৪৩৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) রাতের বেলা চাটাই দিয়ে একটি কোঠা বানিয়ে নিতেন এবং (সেখানে) নামায পড়তেন। আর দিনের বেলা তিনি তা বিছিয়ে তাতে বসতেন। অতপর নবী (স)-এর নিকট লোকজন জমা হয়ে তাঁর সাথে নামায পড়তে লাগলো। এমনকি যখন তাঁদের সংখ্যা বেড়ে গেল তখন নবী (স) তাদেরকে বলেন ঃ হে লোক সকল ! এমন আমল অবলম্বন করো, যা করা তোমাদের সাধ্যে কুলায়। এ জন্য যে, আল্লাহ অস্থির হবেন না (প্রতিদান দিতে ক্লান্ত হবেন না)—যে পর্যন্ত তোমরা অস্থির (ক্লান্ত) না হবে। আর আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে অধিক পসন্দীয় আমল হলো সেটি —যা কম হলেও নিয়মিত করা যায়।

৪৪-অনুচ্ছেদ ঃ সোনার বোতাম যুক্ত পোশাক। মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা মাখরামা (রা) তাঁকে বলেন, হে ছেলে ! আমি খবর পেয়েছি, নবী (স)-এর নিকট কিছু সংখ্যক জুব্বা এসেছে। তিনি সেগুলো বণ্টন করছেন। তাই আমার সাথে তাঁর নিকট চলো। আমরা গিয়ে নবী (স)-কে তাঁর ঘরেই পেলাম। পিতা আমাকে বলেন, বেটা ! নবী (স)-কে আমার জন্য ডাকো। আমার কাছে তা অপসন্দ ঠেকলো। তাই জিজ্ঞেস করলাম, আপনার জন্য বুঝি রসূলুল্লাহ (স)-কে ডাকবো ? তিনি বলেন, তিনি স্বৈরাচারী নন যে, ডাকে সাড়া দিবেন না। অবশেষে আমি তাঁকে ডাকলাম। তিনি বেরিয়ে আসলেন। এ সময় তাঁর গায়ে মিহি রেশমের একটি জুব্বা ছিল। তাতে সোনার বোতাম লাগানো ছিল। তিনি বলেন, হে মাখরামা ! এটি তোমার জন্য আমি লুকিয়ে রেখেছি। তিনি মাখরামাকে তা দিলেন।

www.icsbook.info

৪৫-অনুচ্ছেদ ঃ সোনার আংটি।

٥٤٣٦- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ يَقُوْلُ نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ عَنْ سَبْعٍ نَهٰى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ اَوْ قَالَ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْحَرِيرِ وَالْاِسْتَبْرَقِ وَالدِّيْبَاجِ وَالْمِيْثَرَةِ وَالْحَمْرَاءِ وَالْقَسِّيِّ وَاٰنِيَةِ الْفِضَّةِ وَاَمَرَنَا بِسَبْعٍ بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَاِجَابَةِ الدَّاعِيْ وَاِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُوْمِ.

৫৪৩৬. বারাআ ইবনে আযেব (রা) বলেন, নবী (স) আমাদেরকে সাতটি জিনিস ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। এগুলো হলো ঃ সোনার আংটি, মোটা রেশম, মিহি রেশম, সূক্ষ্ম রেশম, লাল রংয়ের রেশমী কাপড়ের আসন, 'কাস্‌সী' কাপড় ও রৌপ্য পাত্র। আর তিনি আমাদেরকে সাতটি কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ রোগীকে দেখতে যেতে, জানাযার অনুগমন করতে, হাঁচিদানকারীর জবাব দিতে, সালামের জবাব দিতে, কারো দাওয়াতে সাড়া দিতে, কসম পূর্ণ করতে এবং মজলুমের সাহায্য করতে।

٥٤٣٧- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ .

৫৪৩৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) সোনার আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

٥٤٣٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِّنْ ذَهَبٍ وَّجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِيْ كَفَّهُ فَاتَّخَذَهُ النَّاسُ فَرَمٰى بِهِ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِّنْ وَّرِقٍ اَوْ فِضَّةٍ .

৫৪৩৮. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) সোনার একটি আংটি পরেন এবং তার পাথর তাঁর হাতের তালুর দিকে রাখেন। দেখাদেখি লোকেরাও অনুরূপ সোনার আংটি পরলো। তখন তিনি তা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং রূপার একটা আংটি বানিয়ে নিলেন।

৪৬-অনুচ্ছেদ ঃ রূপার আংটি।

٥٤٣٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ فِضَّةٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِيْ بَطْنَ كَفِّهِ وَنَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ مِثْلَهُ فَلَمَّا رَاٰهُمْ قَدِ اتَّخَذُوْهَا رَمٰى بِهِ وَقَالَ لَا اَلْبَسُهُ اَبَدًا ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَ الْفِضَّةِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَلَبِسَ الْخَاتَمَ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ اَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ حَتّٰى وَقَعَ مِنْ عُثْمَانَ الْفِضَّةُ فِيْ بِئْرِ اَرِيْسَ .

www.icsbook.info

৫৪৩৯. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) সোনার কিংবা রূপার একটি আংটি পরলেন এবং এর মোহর রাখলেন তাঁর হাতের তালুর দিকে। তাতে مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰه (মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রসূল) কথাটি খোদিত ছিল। লোকেরাও অনুরূপ আংটি পরতে লাগলো। তিনি যখন দেখলেন যে, তারাও অনুরূপ আংটি বানিয়েছে, তখন তিনি তা ছুঁড়ে ফেলে দেন এবং বলেন, আমি কখনও তা পরবো না। তারপর তিনি রূপার আংটি পরলেন। লোকজনও রূপার আংটি পরা শুরু করলো। ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী (স) -এর পর সেই আংটিটি আবু বাকর (রা), তারপর উমার (রা) এবং শেষে উসমান (রা) পরেছিলেন। অতপর উসমান (রা)-এর হাত থেকে এটি 'আরীস' নামক কূপে পড়ে যায়। বহু খোঁজাখুজির পরও তা আর পাওয়া যায়নি।

৪৭-অনুচ্ছেদ ঃ

٥٤٤٠ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَلْبَسُ خَاتَمًا مِّنْ ذَهَبٍ فَنَبَذَهُ فَقَالَ لاَ اَلْبَسُهُ اَبَدًا فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ .

৫৪৪০. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) সোনার আংটি পরতেন। তিনি (হারাম হওয়ার পর) তা ছুঁড়ে ফেলে দেন এবং বলেন ঃ আমি তা আর কখনো পরবো না। তখন সবাই নিজ নিজ সোনার আংটিও খুলে ফেলেন।

٥٤٤١ـ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ رَاَى فِىْ يَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمًا مِّنْ وَّرِقٍ يَوْمًا وَّاحِدًا ثُمَّ اِنَّ النَّاسَ اصْطَنَعُوْا الْخَوَاتِيْمَ مِنْ وَّرِقٍ وَّلَبِسُوْهَا فَطَرَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمَهُ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ .

৫৪৪১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একদিনই রসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে রূপার আংটি দেখেছেন। অতপর লোকেরাও রূপার আংটি তৈরি করালো এবং তা ব্যবহার করতে লাগলো। তখন রসূলুল্লাহ (স) নিজ আংটিটি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। অতপর লোকেরাও নিজ নিজ আংটি ছুঁড়ে ফেলে দিল।

৪৮-অনুচ্ছেদ ঃ আংটির পাথর।

٥٤٤٢ـ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ اَنَسٌ هَلْ اتَّخَذَ النَّبِىُّ ﷺ خَاتَمًا قَالَ اَخَّرَ لَيْلَةً صَلٰوةَ الْعِشَاءِ اِلٰى شَطْرِ اللَّيْلِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى وَبِيْصِ خَاتَمِهِ قَالَ اِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا وَاِنَّكُمْ لَمْ (لَنْ) تَزَالُوْا فِىْ صَلاَةٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُمُوْهَا .

৫৪৪২. হুমাইদ (র) বলেন, আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, নবী (স) কি আংটি পরতেন ? তিনি বলেন, একদা তিনি এশার নামায মধ্যরাত পর্যন্ত বিলম্ব করেন। নামায শেষে তিনি আমাদের দিকে ফিরে বসেন। আমি যেন তাঁর আংটির উজ্জ্বলতার দিকে

www.icsbook.info

তাকিয়ে রইলাম। তিনি বলেন, লোকেরা নামায পড়ে ঘুমিয়ে গেছে। আর তোমরা যতক্ষণ ধরে নামাযের অপেক্ষায় আছ ততক্ষণ নামাযেই রত আছ।

٥٤٤٣- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ خَاتَمُهُ مِنْ فِضَّةٍ وَكَانَ فَصُّهُ مِنْهُ .

৫৪৪৩. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর আংটি ছিল রূপার তৈরি। এর পাথরও ছিল রূপার।

৪৯-অনুচ্ছেদ ঃ লোহার আংটি।

٥٤٤٤- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ دِيْنَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ سَهْلاً يَّقُوْلُ جَاءَ تْ اِمْرَأَةٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ جِئْتُ اَهَبُ نَفْسِى فَقَامَتْ طَوِيلاً فَنَظَرَ وَصَوَّبَ فَلَمَّا طَالَ مَقَامُهَا قَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيْهَا اِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُصْدِقُهَا قَالَ لاَ قَالَ انْظُرْ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ وَاللّٰهِ اِنْ وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَاللّٰهِ وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ وَعَلَيْهِ اِزَارٌ مَّا عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَكَالَ اُصْدِقُهَا اِزَارِىْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِزَارُكَ اِنْ لَّبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ وَاِنْ لَّبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَلَسَ فَرَاٰهُ النَّبِيُّ ﷺ مُوَلِّيًا فَاَمَرَ بِهٖ فَدُعِىَ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ قَالَ سُوْرَةُ كَذَا وَكَذَا السُّوَرِ عَدَّدَهَا قَالَ قَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ .

৫৪৪৪. সাহল (রা) বলেন, এক মহিলা নবী (স)-এর দরবারে এসে বলল, আমি নিজকে হেবা করতে এসেছি। সে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। নবী (স) তখন তাকে সতর্ক দৃষ্টিতে দেখলেন এবং মাথা নীচু করে নিলেন। দাঁড়ানো অবস্থায় তার অনেক সময় কেটে গেলে এক ব্যক্তি বলল ঃ আপনার যদি প্রয়োজন না থাকে তাহলে তাকে আমার সাথে বিয়ে দিন। নবী (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, মোহরানা দেয়ার মতো তোমার নিকট কিছু আছে ? সে বললো, না। তিনি বলেন, বাড়িতে গিয়ে খুঁজে দেখ। লোকটি চলে গেল, অতপর ফিরে এসে বললো ঃ আল্লাহ্‌র কসম ! আমি কিছুই পেলাম না। তিনি বলেন, আবার যাও এবং তালাশ করে দেখ যদি একটি লোহার আংটিও হয়। লোকটি গিয়ে আবার ফিরে এসে বললো ঃ আল্লাহ্‌র কসম ! একটি লোহার আংটিও নেই। তার পরনে একটি লুঙ্গি ছিল কিন্তু কোন চাদর ছিল না। সে বললো, আমি আমার লুঙ্গিটিই তাকে মোহরস্বরূপ দিয়ে দিব। নবী (স) বলেন, তোমার লুঙ্গি যদি সে নিয়ে পরে, তবে তোমার গায়ে কিছুই থাকবে না (বিবস্ত্র হয়ে যাবে)। আর যদি তুমি তা পর তাহলে তার গায়ে কিছু রইলো না। সুতরাং লোকটি এক পাশে গিয়ে বসে পড়লো। নবী (স) তাকে চলে যেতে দেখে ডাকার আদেশ করলেন। অতএব তাকে ডাকা হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কুরআনের কিছু অংশ কি তোমার মুখস্ত আছে ? সে নাম উল্লেখ করে বললো, হাঁ, অমুক

www.icsbook.info

অমুক সূরা মুখস্ত আছে। নবী (স) বলেন ঃ কুরআনের যতটুকু তোমার মুখস্ত আছে, তার বিনিময়ে আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম।

৫০-অনুচ্ছেদ ঃ আংটির ওপর নকশা খোদিত করা।

٥٤٤٥- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَرَادَ اَنْ يَّكْتُبَ اِلٰى رَهْطٍ اَوْ اُنَاسٍ مِّنَ الْاَعَاجِمِ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّهُمْ لاَ يَقْبَلُوْنَ كِتَابًا اِلاَّ عَلَيْهِ خَاتَمٌ فَاتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا مِّنْ فِضَّةٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَكَاَنِّيْ بِوَبِيْصِ اَوْ بِبَصِيْصِ الْخَاتَمِ فِيْ اِصْبَعِ النَّبِيِّ ﷺ اَوْ فِيْ كَفِّهِ .

৫৪৪৫. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) আজমীদের (অনারবদের) একটি দলের নিকট লিখে পাঠাতে চাইলেন। তাঁকে বলা হলো, তারা পত্রের উপর সীলমোহর যুক্ত না হলে তা গ্রহণ করে না। তখন নবী (স) রূপার একটি আংটি বানিয়ে নিলেন। তাতে مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰه অংকিত ছিল। আমি যেন এখনও নবী (স)-এর আঙ্গুলে কিংবা তাঁর হাতের তালুতে ঐ আংটির উজ্জ্বল্য দেখতে পাচ্ছি।

٥٤٤٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمًا مِّنْ وَّرِقٍ وَّكَانَ فِيْ يَدِهِ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِيْ يَدِ اَبِيْ بَكْرٍ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِيْ يَدِ عُمَرَ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِيْ يَدِ عُثْمَانَ حَتّٰى وَقَعَ بَعْدُ فِيْ بِئْرِ اَرِيْسٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ .

৫৪৪৬. ইবনে উমার (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) রূপার একটি আংটি নিলেন। এটি তাঁর হাতে ছিল। তাঁর পরে আবু বাক্‌র (রা) খলীফা হলে এটি তাঁর হাতে গেল। তাঁর পরে উমার (রা)-এর হাতে এলো। তাঁর পরে উসমান (রা)-এর আমলে তাঁর হাতে ছিল। শেষ পর্যন্ত এটি (তার সময়ে মদীনার) আরীস নামক কূপে পড়ে গেল। আংটির উপর مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰه অংকিত ছিল।[৯]

৫১-অনুচ্ছেদ ঃ কনিষ্ঠ আঙ্গুলে আংটি পরা

٥٤٤٧- عَنْ اَنَسٍ قَالَ صَنَعَ (اِصْطَنَعَ) النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا قَالَ اِنَّا قَدْ اتَّخَذْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا فِيْهِ نَقْشًا فَلاَ يَنْقُشْ (يَنْقُشَنَّ) عَلَيْهِ اَحَدٌ قَالَ فَاِنِّيْ لَاَرٰى بَرِيْقَهُ فِيْ خِنْصَرِهِ .

৫৪৪৭. আনাস (রা) বলেন, নবী (স) একটি আংটি বানিয়ে নিলেন এবং বলেন, আমরা একটি আংটি গ্রহণ করেছি এবং এটির উপর নকশা খোদাই করেছি। আর কেউ যেন নিজ আংটিতে ঐ বাক্য খোদাই না করে। রেওয়ায়াতকারী বলেন, আমি অবশ্যই নবী (স)-এর কনিষ্ঠ আঙ্গুলে আংটির চাকচিক্য অবলোকন করেছি।

৫২-অনুচ্ছেদ ঃ কোন জিনিসে সীলমোহর দেয়ার জন্য কিংবা আহলে কিতাব প্রমুখের ঐ নিকট পত্র পাঠানোর জন্য আংটি পরা।

৯. এ আংটি তাদের সবার আমলে সরকারী কাজকর্মে সীলমোহর হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

www.icsbook.info

٥٤٤٨- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا اَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَّكْتُبَ اِلَى الرُّوْمِ قِيْلَ لَهُ اِنَّهُمْ لَنْ يَّقْرَؤُا كِتَابَكَ اِذَا لَمْ يَكُنْ مَخْتُوْمًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّنَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَكَاَنَّمَا اَنْظُرُ اِلٰى بَيَاضِهِ فِيْ يَدِهِ .

৫৪৪৮. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী (স) রোমান সম্রাট কায়সারের নিকট পত্র পাঠাতে মনস্থ করলে তাঁকে বলা হলো, মোহরাঙ্কিত না থাকলে রোমানরা আপনার পত্র পড়বে না। সুতরাং তিনি রূপার একটি আংটি গ্রহণ করলেন। তাতে অঙ্কিত ছিল 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ।' আমি যেন তাঁর হাতে সেই আংটির দ্যুতি এখনো দেখতে পাচ্ছি।

৫৩-অনুচ্ছেদ ঃ আংটির পাথর হাতের তালুর দিকে রাখা।

٥٤٤٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِصْطَنَعَ خَاتَمًا مِّنْ ذَهَبٍ وَّيَجْعَلُ (جَعَلَ) فَصَّهُ فِيْ بَطْنِ كَفِّهِ اِذَا لَبِسَهُ فَاصْطَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَ مِنْ ذَهَبٍ فَرَقِيَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ فَقَالَ اِنِّيْ كُنْتُ اِصْطَنَعْتُهُ وَاِنِّيْ لاَلْبَسُهُ فَنَبَذَهُ وَنَبَذَ النَّاسُ وَقَالَ جُوَيْرِيَةُ وَلاَ اَحْسِبُهُ اِلاَّ قَالَ فِيْ يَدِهِ الْيُمْنٰى .

৫৪৪৯. আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) সোনার একটি আংটি তৈরি করালেন। তিনি সেটি পরলে এর পাথর তাঁর হাতের তালুর দিকে রাখতেন। লোকেরাও সোনার আংটি তৈরি করাল। নবী (স) মিম্বরে উঠলেন, আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন এবং ভাষণে বললেন, আমি এ আংটি তৈরি করেছিলাম। কিন্তু এখন আর আমি এটি ব্যবহার করবো না। একথা বলে তিনি আংটিটি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। লোকেরাও নিজ নিজ আংটি ফেলে দিল। জুওয়াইরিয়া বর্ণনা করেছেন, সম্ভবত রেওয়ায়াতকারী একথাও বলেছেন যে, আংটিটি তাঁর ডান হাতে ছিল।

৫৪-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর বাণী ঃ কেউ নিজের আংটিতে তাঁর আংটির অনুরূপ নকশা করবে না।

٥٤٥٠- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِتَّخَذَ خَاتَمًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّنَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَقَالَ اِنِّيْ اِتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِّنْ وَّرِقٍ وَنَقَشْتُ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَلاَ يَنْقُشَنَّ اَحَدٌ عَلٰى نَقْشِهِ .

৫৪৫০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) রূপার একটি আংটি বানিয়ে নিলেন এবং তাতে 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' বাক্যটি অংকিত করালেন এবং বললেন, আমি রূপার একটি আংটি বানিয়েছি। তাতে 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' কথাটি অংকন করেছি। সুতরাং কেউ যেন তার আংটিতে একথাটি অংকন না করায়।

www.icsbook.info

৫৫-অনুচ্ছেদ ঃ আংটিতে কি তিন লাইনে নকশা খোদাই করতে হবে ?

٥٤٥١- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ لَمَّا اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلٰثَةَ اَسْطُرٍ مُحَمَّدٌ سَطْرٌ وَرَسُوْلُ سَطْرٌ وَاللّٰهُ سَطْرٌ وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ يَدِهِ وَفِيْ يَدِ اَبِيْ بَكْرٍ بَعْدَهُ وَفِيْ يَدِ عُمَرَ بَعْدَ اَبِيْ بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ جَلَسَ عَلٰى بِئْرِ اَرِيْسَ قَالَ فَاَخْرَجَ الْخَاتَمَ فَجَعَلَ يَعْبَثُ بِهٖ فَسَقَطَ قَالَ فَاخْتَلَفْنَا ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ مَعَ عُثْمَانَ فَنَنْزَحُ الْبِئْرَ فَلَمْ نَجِدْهُ .

৫৪৫১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। যখন আবু বাক্‌র (রা) খলীফা হলেন, তখন তিনি আনাস (রা)-এর নিকট পত্র লিখলেন। আর আংটির মোহরের কথাটি তিন লাইনে অংকিত ছিল—'মুহাম্মাদ' এক লাইনে, 'রসূল' এক লাইনে এবং 'আল্লাহ' লাইনে।

আবু আবদুল্লাহ (বুখারী) বলেন, অন্য এক সনদে আনাস (রা) বলেছেন, নবী (স)-এর আংটিটি তাঁর হাতেই ছিল। তাঁর ইনতিকালের পর সেই আংটি আবু বাক্‌র (রা)-এর হাতে আসলো। আবু বাক্‌র (রা)-এর ইন্তিকালের পর উমার (রা)-এর হাতে ছিল। অতপর যখন উসমান (রা)-এর আমল এলো, তখন তিনি 'আরীস' নামক কূপের পাড়ে বসে আংটিটি আঙ্গুল থেকে খুলে নাড়াচাড়া করছিলেন। হঠাৎ তা কূপে পড়ে গেল। তিন দিন পর্যন্ত উসমান (রা)-সহ আমরা অনুসন্ধান চালালাম। কূপের সমস্ত পানি বাইরে ফেলে দিলাম কিন্তু তবুও আংটিটি আর পেলাম না।

৫৬-অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের আংটি পরা। আয়েশা (রা)-এর কতগুলো সোনার আংটি ছিল।

٥٤٥٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَصَلّٰى قَبْلَ الْخُطْبَةِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَزَادَ ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فَاَتَى النِّسَاءَ فَجَعَلْنَ يُلْقِيْنَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيْمَ فِيْ ثَوْبِ بِلَالٍ .

৫৪৫২. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর সাথে ঈদের নামাযে উপস্থিত ছিলাম। তিনি খুতবাদানের আগে নামায আদায় করেন। আবু আবদুল্লাহ (বুখারী) বলেন, ইবনে ওয়াহ্‌ব (র) ইবনে জুরাইজের সূত্রে আরো বর্ণনা করেছেন যে, নামায শেষে নবী (স) মহিলাদের নিকট এলেন। তখন তারা বিলাল (রা)-এর কাপড়ে তাদের ক্ষুদ্র বৃহৎ আংটিগুলো খুলে রেখে দেন।

৫৭-অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের হার ও সুগন্ধযুক্ত কাঠের মালা পরিধান করা।

٥٤٥٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عِيْدٍ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ ثُمَّ اَتَى النِّسَاءَ فَاَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْاَةُ تَصَدَّقُ بِخُرْصِهَا وَسِخَابِهَا .

www.icsbook.info

৫৪৫৩. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) ঈদের দিন বাইরে এসে দুই রাক্আত নামায পড়লেন। এই নামাযের আগেও তিনি নফল নামায পড়েননি এবং পরেও না। অতপর তিনি মহিলাদের নিকট গেলেন এবং তাদেরকে সদাকা দান করার হুকুম দিলেন। তখন মহিলারা তাদের নাকের বালী ও গলার মালা দান করে।

৫৮-অনুচ্ছেদ ঃ কণ্ঠহার ধার নেয়া।

٥٤٥٤ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ هَلَكَتْ قِلاَدَةٌ لاَسْمَاءَ فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ طَلَبِهَا رِجَالاً فَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ وَلَيْسُوْا عَلٰى وُضُوْءٍ وَّلَمْ يَجِدُوْا مَاءً فَصَلُّوْا وَهُمْ عَلٰى غَيْرِ وُضُوْءٍ فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اٰيَةَ التَّيَمُّمِ وَعَنْ عَائِشَةَ اِسْتَعَارَتْ مِنْ اَسْمَاءَ .

৫৪৫৪. আয়েশা (রা) বলেন, আসমা (রা)-এর কণ্ঠহার আমার নিকট থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। নবী (স) সেটি তালাশ করতে কয়েকজন লোক পাঠান। ইতিমধ্যে নামাযের ওয়াক্ত এসে গেল। লোকদের উযু ছিল না। উযু করার পানিও পাওয়া গেল না। তখন তারা বিনা উযুতে নামায পড়েন। এ বিষয়টি তাঁরা নবী (স)-এর নিকট উল্লেখ করলে আল্লাহ তাআলা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করেন। আয়েশা (রা) থেকে অন্য সনদে বর্ণিত। তিনি এ হারটি আসমা (রা) থেকে ধার নিয়েছিলেন।

৫৯-অনুচ্ছেদ ঃ মহিলার জন্য কানবালা। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) মহিলাদেরকে দান-খয়রাত করার জন্য নির্দেশ দেন। আমি তাদেরকে তাদের কান ও গলার দিকে হাত বাড়াতে দেখলাম।

٥٤٥٥ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى يَوْمَ الْعِيْدِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا ثُمَّ اَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَاَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْاَةُ تُلْقِيْ قُرْطَهَا .

৫৪৫৫. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) ঈদের দিন দুই রাক্আত নামায পড়লেন। না তিনি এর আগে নামায পড়লেন, না এর পরে। অতপর তিনি বিলাল (রা)-সহ মহিলাদের নিকট যান এবং তাদেরকে দান-খয়রাত করার হুকুম দেন। তখন তারা নিজেদের কানবালাগুলো খুলে দান করেন।

৬০-অনুচ্ছেদ ঃ শিশুদের গলার মালা।

٥٤٥٦ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سُوْقٍ مِّنْ اَسْوَاقِ الْمَدِيْنَةِ فَانْصَرَفَ فَانْصَرَفْتُ فَقَالَ اَيْنَ لُكَعُ ثَلاَثًا اُدْعُ الْحَسَنَ ابْنَ عَلِيٍّ فَقَامَ الْحَسَنُ بْنُ

www.icsbook.info

عَلِيٌّ يَّمْشِىْ وَفِىْ عُنُقِهِ السِّخَابُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ بِيَدِهٖ هٰكَذَا فَقَالَ الْحَسَنُ بِيَدِهٖ هٰكَذَا فَالْتَزَمَهُ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُحِبُّهُ فَاَحْبِبْهُ وَاَحِبَّ مَنْ يُّحِبُّهُ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَمَا كَانَ اَحَدٌ اَحَبَّ اِلَىَّ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَعْدَ مَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا قَالَ .

৫৪৫৬. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, মদীনার এক বাজারে আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ছিলাম। তিনি (সেখান থেকে ফিরে) আসলেন এবং আমিও তাঁর সাথে ফিরে আসলাম। তিনি তিনবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ ছোট্ট বাচ্চাটি কোথায় ? হাসান ইবনে আলীকে ডাকো। তখন হাসান ইবনে আলী (রা) উঠে হেঁটে আসলেন। তাঁর গলায় পুঁতি ইত্যাদির মালা ছিল। নবী (স) আপন হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, এসো। হাসান (রা)-ও তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং দু'জনই দু'জনকে জড়িয়ে ধরলেন। অতপর নবী (স) দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ ! আমি তাকে ভালোবাসি, আপনিও তাকে ভালোবাসেন। আর যে লোক তাকে ভালোবাসে আপনি তাকেও ভালোবাসুন। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, যখন রসূলুল্লাহ (স) একথা বলেছেন, তারপর থেকে আমার নিকট হাসান ইবনে আলী (রা)-এর চেয়ে অধিক প্রিয় আর কেউ ছিল না।

৬১-অনুচ্ছেদ ঃ যেসব পুরুষ নারীর বেশ এবং যেসব নারী পুরুষের বেশ ধারণ করে।

٥٤٥٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ .

৫৪৫৭. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) নারীদের বেশধারী পুরুষদের এবং পুরুষদের বেশধারী নারীদের অভিসম্পাত করেছেন।[১০]

৬২-অনুচ্ছেদ ঃ নারীর বেশধারী পুরুষকে ঘর থেকে বহিষ্কার করা।

٥٤٥٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ النَّبِىُّ ﷺ الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ اَخْرِجُوْهُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ قَالَ فَاَخْرَجَ النَّبِىُّ ﷺ فُلَانًا (فُلَانَةً) وَاَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا .

৫৪৫৮. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) নারীদের বেশধারী পুরুষদের এবং পুরুষদের বেশধারী নারীদের অভিসম্পাত করেছেন। তিনি বলেছেন, এদেরকে তোমাদের ঘর থেকে বের করে দাও। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) অমুককে এবং উমার (রা) অমুককে বের করে দিয়েছেন।

১০. পুরুষ কর্তৃক নারীর বেশ এবং নারী কর্তৃক পুরুষের বেশ ধারণ করা হারাম। এটা যেমন পোশাকে, তদ্রূপ সাজসজ্জা, অলঙ্কার, বেশভুষা, চালচলন ইত্যাদি ক্ষেত্রেও হারাম।

www.icsbook.info

٥٤٥٩ـ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَخْبَرَتْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ مُخَنَّثٌ فَقَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ اَخِيْ اُمِّ سَلَمَةَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اِنْ فُتِحَ (فَتَحَ اللّٰهُ) لَكُمْ غَدًا الطَّائِفُ فَاِنِّيْ اَدُلُّكَ عَلٰى بِنْتِ غَيْلاَنَ فَاِنَّهَا تُقْبِلُ بِاَرْبَعٍ وَّتَدْبِرُ بِثَمَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَدْخُلْنَّ هٰؤُلاَءِ عَلَيْكُنَّ .

৫৪৫৯. উম্মু সালামা (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলেন। তখন সেই ঘরে মেয়েলী স্বভাবের এক ব্যক্তিও ছিল। সে উম্মু সালামা (রা)-এর ভাই আবদুল্লাহ্‌কে বললো, হে আবদুল্লাহ ! যদি আগামীকাল আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তায়েফে বিজয় দান করেন তাহলে আমি তোমাকে গাইলানের এক নারীকে দেখাব, যার সামনে যেতে পেটে চার ভাঁজ পড়ে এবং পেছনে যেতে আট ভাঁজ পড়ে। তখন নবী (স) বলেন, এরা যেন তোমাদের নিকট কখনো আসতে না পারে। ইমাম বুখারী (র) বলেন, "চার ভাজে আবির্ভূত হয় এবং প্রস্থান করে" অর্থাৎ তার মেদবহুল পেটে চারটি ভাজ পড়ে এবং সে তৎসহ আবির্ভূত হয়। "সে আট আট ভাজে প্রস্থান করে" অর্থাৎ ঐ চার ভাজের আটটি প্রান্তসহ প্রস্থান করে।

৬৩-অনুচ্ছেদ ঃ গোঁফ কেটে ফেলা। ইবনে উমার (রা) এমনভাবে তাঁর গোঁফ কাটতেন যে, চামড়ার শুভ্রতা দেখা যেতো এবং তিনি দাড়ি ও গোঁফের মাঝখানের চুলও কেটে ফেলতেন।

٥٤٦٠ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ .

৫৪৬০. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, গোঁফ কেটে ফেলা মানুষের স্বভাবের ফিতরাতের অন্তর্গত।

٥٤٦١ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رِوَايَةً الْفِطْرَةُ خَمْسٌ اَوْ خَمْسٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالْاِسْتِحْدَادُ نَتْفُ الْاِبِطِ وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ .

৫৪৬১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। ফিতরাত (স্বভাব) হলো পাঁচটি জিনিস কিংবা পাঁচটি কাজ ঃ খতনা করা, (নাভীর নীচে) ক্ষুর ব্যবহার করা, বগলের লোম উপড়ে ফেলা, নখ কাটা ও গোঁফ কেটে ফেলা।

৬৪-অনুচ্ছেদ ঃ নখ কাটা।

٥٤٦٢ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مِنَ الْفِطْرَةِ حَلْقُ الْعَانَةِ وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ .

৫৪৬২. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, নাভীর নীচের লোম চেঁছে ফেলা, নখ কাটা এবং গোঁফ কাটা ফিতরাতের অন্তর্গত।

www.icsbook.info

٥٤٦٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالْاِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمُ اَظْفَارِ وَنَتْفُ الْاِبِطِ .

৫৪৬৩. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, ফিতরাত হলো পাঁচটি কাজ ঃ খতনা করা, (নাভীর নীচে) ক্ষুর ব্যবহার করা, মোচ কাটা, নখ কাটা এবং বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা।

٥٤٦٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ خَالِفُوْا الْمُشْرِكِيْنَ وَفِّرُوْا اللُّحٰى وَاحْفُوا الشَّوَارِبَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا حَجَّ اَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلٰى لِحْيَتِهٖ فَمَا فَضَلَ اَخَذَهُ .

৫৪৬৪. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, তোমরা মুশরিকদের বিপরীত করো, দাড়ি বড় রাখ ও মোচ কেটে ফেল। ইবনে উমার (রা) যখন হজ্জ কিংবা উমরা করতেন, তখন তিনি দাড়ির চুল মুষ্টিবদ্ধ করে ধরতেন এবং মুষ্টির বাইরের অংশ কেটে ফেলতেন।

৬৫-অনুচ্ছেদ ঃ দাড়ি বাড়ানো। 'আফাও' অর্থ বর্ধিত করো। তাদের মাল বর্ধিত হয়েছে।

٥٤٦٥- عَنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْهَكُوْا الشَّوَارِبَ وَاَعْفُوْا اللُّحٰى.

৫৪৬৫. ইবনে উমার (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমরা মোচ কেটে ফেল এবং দাড়ি বড় করো।

৬৬-অনুচ্ছেদ ঃ বার্ধক্য সম্পর্কিত বর্ণনা।

٥٤٦٦- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَاَلْتُ اَنَسًا اَخَضَبَ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ لَمْ يَبْلُغِ الشَّيْبَ اِلاَّ قَلِيْلاً .

৫৪৬৬. মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র) বলেছেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (স) কি খেযাব লাগিয়েছিলেন ? তিনি বলেন, নবী (স)-এর মাত্র কয়েক গাছি চুল সাদা হয়েছিল।

٥٤٦٧- عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سُئِلَ اَنَسٌ عَنْ خِضَابِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ مَا يَخْضِبُ لَوْ شِئْتُ اَنْ اَعُدَّ شَمَطَاتِهٖ فِىْ لِحْيَتِهٖ .

৫৪৬৭. সাবিত (র) বলেন, আনাস (রা)-কে নবী (স)-এর খেযাব লাগানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, নবী (স)-এর চুল খেযাব ব্যবহার করার মত সাদা হয়নি। আমি তাঁর দাড়ির সাদা চুল গোনতে চাইলে তা অনায়াসে গোনতে পারতাম।

www.icsbook.info

٥٤٦٨- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ اَرْسَلَنِىْ اَهْلِىْ اِلَى اُمِّ سَلَمَةَ بِقَدَحٍ مِّنْ مَّاءٍ وَقَبَضَ اِسْرَائِيْلُ ثَلٰثَ اَصَابِعَ مِنْ قُصَّةٍ فِيْهِ شَعَرٌ مِّنْ شَعَرِ النَّبِىِّ ﷺ وَكَانَ اِذَا اَصَابَ الْاِنْسَانَ عَيْنٌ اَوْ شَىْءٌ بَعَثَ اِلَيْهَا مِخْضَبَهُ فَاطَّلَعْتُ فِى الْجُلْجُلِ (الْجُلْجُلِ) فَرَاَيْتُ شَعَرَاتٍ حُمْرًا .

৫৪৬৮. উসমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাওহাব (র) বলেন, আমার পরিবারের লোকজন এক পেয়ালা পানি দিয়ে আমাকে উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট পাঠায়। (বর্ণনাকারী) ইসরাইল উম্মু সালামার নিকট রক্ষিত একটি রূপার পেয়ালা থেকে তিন কোশ পানি নিলেন। এ পানিতে নবী (স)-এর কয়েক গাছি চুল ছিল। কোন লোকের উপর বদনযর লাগলে কিংবা তার কোন রোগকষ্ট হলে সে উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট পানির পাত্র পাঠিয়ে দিত। (উসমানের বর্ণনা) আমি সেই পাত্রের মধ্যে তাকিয়ে কয়েকগাছি লাল চুল দেখতে পেয়েছি।

٥٤٦٩- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى اُمِّ سَلَمَةَ فَاَخْرَجَتْ اِلَيْنَا شَعَرًا مِّنْ شَعَرِ النَّبِىِّ ﷺ مَخْضُوْبًا - وَعَنِ ابْنِ مَوْهَبٍ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ اَرَتْهُ شَعَرَ النَّبِىِّ ﷺ اَحْمَرَ .

৫৪৬৯. উসমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাওহাব (র) বলেন, আমি উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট গেলাম। তখন তিনি নবী (স)-এর কয়েক গাছি খেযাবকৃত চুল বের করে আনলেন। অন্য সূত্রে ইবনে মাওহাব (র) থেকে বর্ণিত। উম্মু সালামা (রা) ইবনে মাওহাবকে নবী (স)-এর কয়েকগাছি লাল চুল দেখান।

৬৭-অনুচ্ছেদ ঃ খেযাব সম্পর্কে।

٥٤٧٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى لاَ يَصْبُغُوْنَ فَخَالِفُوْهُمْ .

৫৪৭০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, ইহূদী ও খৃস্টানরা চুল রঞ্জিত করে না। সুতরাং তোমরা তাদের বিপরীত করো।[১১]

---

১১. এ হাদীসে চুল-দাড়ি সাদা হলে রং করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে বিশেষ কোন রংয়ের উল্লেখ করা হয়নি। এ হাদীস অনুযায়ী একদল আলেম কালো খেযাব ব্যবহার জায়েয বলেছেন। মুসলিম শরীফের এক হাদীসে কালো খেযাব ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাই একদল আলেম কালো খেযাব ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

বিশিষ্ট তাবেয়ী ইবনে শিহাব যুহরী (র) বলেছেন, চেহারা যৌবনসুলভ ও তাজা থাকা পর্যন্ত যুবা বয়সে আমরা কালো খেযাব ব্যবহার করতাম। আর চেহারা ভেঙ্গে গেলে এবং দাঁত খসে পড়লে বার্ধক্যে আমরা কালো খেযাব দেয়া পরিহার করতাম।" সাহাবীগণের মধ্যে হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা), উকবা ইবনে আমের (রা), উসমান ইবনে আফফান (রা), আবু হুরাইরা (রা), জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা), হাসান (রা) এবং হুসাইন (রা) কালো খেযাব ব্যবহার জায়েয বলেছেন।

www.icsbook.info

৬৮-অনুচ্ছেদ ঃ কোঁকড়ানো চুল।

٥٤٧١- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ الْبَائِنِ وَلاَ بِالْقَصِيْرِ وَلَيْسَ بِالْاَبْيَضِ الاَمْهَقِ وَلَيْسَ بِالاَدَمِ وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلاَ بِالسَّبْطِ بَعَثَهُ اللّٰهُ عَلٰى رَاْسِ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً فَاَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِيْنَ وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشْرَ سِنِيْنَ وَتَوَفَّاهُ اللّٰهُ عَلٰى رَاْسِ سِتِّيْنَ سَنَةً وَلَيْسَ فِىْ رَاْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُوْنَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ .

৫৪৭১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) উচ্চতায় অতি লম্বাও ছিলেন না, অতি বেঁটেও ছিলেন না। তিনি বিলকুল সাদাও ছিলেন না, পিঙ্গল বর্ণও ছিলেন না। তাঁর চুল পুরোপুরি কোঁকড়ানোও ছিল না, একেবারে সোজাও ছিল না। আল্লাহ তাআলা তাঁকে চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়াত দান করেন। তিনি মক্কায় দশ বছর এবং মদীনায় দশ বছর ছিলেন। আল্লাহ তাআলার হুকুমে ষাট বছর বয়সে তাঁর ওফাত হয়। এ সময় পর্যন্ত তাঁর মাথা ও দাড়িতে কুড়িটি সাদা চুলও ছিল না।[১২]

٥٤٧٢- عَنِ الْبَرَاءِ يَقُوْلُ مَا رَاَيْتُ اَحَدًا اَحْسَنَ فِىْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ بَعْضُ اَصْحَابِىْ عَنْ مَالِكٍ اَنَّ جُمَّتَهُ لَتَضْرِبُ قَرِيْبًا مِّنْ مَّنْكِبَيْهِ قَالَ اَبُوْ اِسْحَاقَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ مَّا حَدَّثَ بِهِ قَطُّ اِلاَّ ضَحِكَ تَابَعَهُ شُعْبَةُ شَعَرُهُ يَبْلُغُ شَحْمَةَ اُذُنَيْهِ .

৫৪৭২. বারাআ (রা) বর্ণনা করেন, আমি লাল চাদর পরিহিত অবস্থায় নবী (স)-এর চেয়ে অধিক সুন্দর আর কাউকে দেখিনি। (ইমাম বুখারী বলেন), আমার কোন এক বন্ধু মালেক (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (স)-এর মাথার চুল তাঁর ঘাড় পর্যন্ত এসে যেত। আবু ইসহাক (র) বলেন, আমি বারাআ (রা)-কে এ হাদীস একাধিকবার বর্ণনা করতে শুনেছি। যখনই তিনি এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তখনই হেসেছেন। শোবা (র) বলেন, তাঁর চুল তাঁর দুই কানের লতি পর্যন্ত পৌঁছে যেত।

٥٤٧٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُرَانِىْ اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَرَاَيْتُ رَجُلاً اٰدَمَ كَاَحْسَنِ مَا اَنْتَ رَاءٍ رَجُلاً مِّنْ اُدْمِ الرِّجَالِ لَهُ لِمَّةٌ كَاَحْسَنِ مَا اَنْتَ رَاءٍ مِّنَ اللِّمَمِ قَدْ رَجَّلَهَا فَهِىَ تَقْطُرُ مَاءً مُتَّكِئًا عَلٰى رَجُلَيْنِ اَوْ عَلٰى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ فَسَاَلْتُ مَنْ هٰذَا فَقِيْلَ الْمَسِيْحُ بْنُ مَرْيَمَ وَاِذَا

১২. মহানবী (স)-এর জীবনীকার ও ইতিহাসবিদদের সর্বসম্মত রায় হলো—তিনি ৬৩ বছর বয়সে ওফাত পান। তিনি ১৩ বছর মক্কায় এবং ১০ বছর মদীনায় অবস্থান করেন। এখানে জন্ম, নবুয়াত প্রাপ্তি ও মৃত্যু সালের ভগ্নাংশ হিসাবে ধরা হয়নি।

www.icsbook.info

اَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ اَعْوَرِ الْعَيْنِ الْيُمْنٰى كَاَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ فَسَاَلْتُ مَنْ هٰذَا فَقِيْلَ الْمَسِيْحُ الدَّجَّالُ .

৫৪৭৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, এক রাতে কাবা ঘরের কাছে আমি গমের বর্ণের মতো একজন সুন্দর পুরুষকে স্বপ্নে দেখতে পাই। তাঁর মতো সুন্দর মানুষ তোমরা দেখনি। তাঁর চুল তাঁর কানের লতি পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল এবং তিনি এতো সুন্দর ছিলেন যে, তাঁর মতো সুন্দর চুলওয়ালা তোমরা কাউকে দেখনি। তাঁর চুলগুলো আঁচড়ানো ছিল। চুল থেকে যেন পানি টপকে পড়ছে। তিনি দুইজন লোকের উপর ভর করে কিংবা বলেছেন, দুইজন লোকের কাঁধে ভর দিয়ে কাবার তাওয়াফ করেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে ? বলা হলো, ইনি মরিয়ম-তনয় ঈসা মসীহ (আ)। পরেই আমি আরেকটি লোক দেখলাম, তার চুল কোঁকড়ানো, ডান চোখ কানা, যেন তা আঙ্গুরের মত বেরিয়ে রয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কে ? বলা হলো, মসীহ দাজ্জাল।

٥٤٧٤ـ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُهُ مَنْكِبَيْهِ .

৫৪৭৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর মাথার চুল তাঁর ঘাড় পর্যন্ত এসে যেতো।

٥٤٧٥ـ عَنْ اَنَسٍ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُ النَّبِىِّ ﷺ مَنْكِبَيْهِ .

৫৪৭৫. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর মাথার চুল (কখনও কখনও) তাঁর দু' কাঁধ পর্যন্ত এসে যেতো।

٥٤٧٦ـ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَاَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ شَعَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ كَانَ شَعَرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَجِلاً لَيْسَ بِالسَّبِطِ وَلاَ الْجَعْدِ بَيْنَ اُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ.

৫৪৭৬. কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে রসূলুল্লাহ (স)-এর চুল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (স)-এর চুল না অধিক কোঁকড়ানো ছিল, না একেবারে সোজা ছিল, বরং এ দুই অবস্থার মাঝামাঝি ছিল এবং তা তাঁর উভয় কান ও ঘাড়ের মাঝ বরাবর ঝুলন্ত ছিল।

٥٤٧٧ـ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ ضَخْمَ الْيَدَيْنِ لَمْ اَرَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَكَانَ شَعَرُ النَّبِىِّ ﷺ رَجِلاً لاَّ جَعْدُ وَلاَ سَبِطَ .

৫৪৭৭. আনাস (রা) বলেন, নবী (স)-এর উভয় হাত ছিল লম্বা ও মাংশল। তাঁর মত এমনটি আমি আর কারো হাত দেখিনি। নবী (স)-এর চুল ছিল ঢেউ খেলানো, না অতি কোঁকড়ানো, আর না একেবারে সোজা।

٥٤٧٨ـ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ ضَخْمَ الْيَدَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ حَسَنَ الْوَجْهِ لَمْ اَرَ بَعْدَهُ وَلاَ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَكَانَ بَسِطَ (سَبِطَ) الْكَفَّيْنِ .

www.icsbook.info

৫৪৭৮. আনাস (রা) বলেন, নবী (স)-এর উভয় হাত-পা সুঠাম ও মাংশল ছিল। তাঁর চেহারা মোবারক এমন সুন্দর ছিল যে, আমি আগে-পরে তাঁর মত আর কাউকে দেখিনি। তাঁর হাতের তালু ছিল মসৃণ।

٥٤٧٩- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَوْ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ ضَخْمَ الْقَدَمَيْنِ حَسَنَ الْوَجْهِ لَمْ اَرَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَعَنْ اَنَسٍ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ شَثْنَ الْقَدَمَيْنِ وَالْكَفَّيْنِ وَعَنْ اَنَسٍ اَوْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ ضَخْمَ الْكَفَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ لَمْ اَرَ بَعْدَهُ شِبْهَالَهُ .

৫৪৭৯. আনাস ইবনে মালেক (রা) কিংবা আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর পা দু'টি ছিল সুঠাম। তাঁর চেহারা এত সুন্দর-সুশ্রী ছিল যে, তাঁর মত এমনটি আমি আর দেখিনি। আরেক সনদে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর উভয় পা ও পাঞ্জা গোশতে পুরু ছিল। অন্য একটি সনদে আনাস (রা) কিংবা জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর উভয় হাত-পা লম্বা ও মাংশল ছিল। তাঁর পরে তাঁর অনুরূপ আমি আর কাউকে দেখিনি।

٥٤٨٠- عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرُوْا الدَّجَّالَ فَقَالَ اِنَّهُ مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ اَسْمَعْهُ قَالَ ذَاكَ وَلٰكِنَّهُ قَالَ لَمَّا اِبْرَاهِمُ فَانْظُرُوْا اِلٰى صَاحِبِكُمْ وَاَمَّا مُوْسٰى فَرَجُلُ اُدَمُ جَعْدُ عَلٰى جَمَلٍ اَحْمَرَ مَخْطُوْمٍ بِخُلْبَةٍ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ اِذَا انْحَدَرَ فِى الْوَادِىْ يُلَبِّىْ .

৫৪৮০. মুজাহিদ (র) বলেন, আমরা ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। লোকজন দাজ্জালের কথা উল্লেখ করলো। একজন বললো ঃ দাজ্জালের দুই চোখের মাঝ বরাবর আরবীতে কাফির শব্দ লেখা থাকবে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি তাঁকে কখনো একথা বলতে শুনিনি। তবে নবী (স) বলেছেন, যদি ইবরাহীম (আ)-কে দেখতে হয়, তাহলে তোমাদের এই সাথীর (অর্থাৎ আমার) দিকে তাকাও। আর মূসা (আ) হবে গমের বর্ণধারী, কোঁকড়ানো চুলওয়ালা, লাল উটের পিঠে আরোহণকারী। আমি যেন তাঁকে এখন দেখতে পাচ্ছি। তিনি উপত্যকায় অবতরণকালে লাব্বাইক বলবেন।

৬৯-অনুচ্ছেদ ঃ আঠালো জিনিস দ্বারা মাথার চুল জড়ো করা।

٥٤٨١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ مَنْ ضَفَّرَ فَلْيَحْلِقْ وَلَا تَشَبَّهُوْا بِالتَّلْبِيْدِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ لَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مُلَبِّدًا .

৫৪৮১. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, যে লোক মাথার চুলের জট পাকিয়েছে সে যেন তা মুড়িয়ে ফেলে। আর তোমরা

www.icsbook.info

তালবীদকারীদের মত চুল জট পাকিও না। ইবনে উমার (রা) বলতেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে চুল জড়ো করতে দেখেছি।[১৩]

٥٤٨٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُهِلُّ مُلَبِّدًا يَّقُوْلُ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لاَ يَزِيْدُ عَلٰى هٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ .

৫৪৮২. ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে চুল জড়ানো অবস্থায় লাব্বাইক বলতে শুনেছি। তিনি বলছিলেন ঃ "লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা, ইন্নাল হামদা ওয়ান্ নিমাতা লাকা ওয়াল মুলকা লা শারীকা লাকা।" হে প্রভু ! আমি হাযির ! হাযির !! তোমার কোন শরীক নেই। হাযির আমি। সকল প্রশংসা, নিয়ামত এবং রাজত্ব-কর্তৃত্ব কেবল তোমারই। তোমার কোন শরীক নেই।" একথাগুলোর অধিক তিনি আর কিছু বলেননি।

٥٤٨٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا شَانُ النَّاسِ حَلُّوْا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ اَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ اِنِّيْ لَبَّدْتُ رَأْسِيْ وَقَلَّدْتُ هَدْيِيْ فَلاَ اَحِلُّ حَتّٰى اَنْحَرَ.

৫৪৮৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে নবী পত্নী হাফসা (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! কি ব্যাপার, লোকজন উমরার ইহ্‌রাম খুলে ফেলেছে, অথচ আপনি আপনার উমরার ইহ্‌রামমুক্ত হননি ? তিনি বলেন, আমি আমার মাথার চুলগুলোকে জমিয়ে নিয়েছি এবং আমার কুরবানীর পশুর গলায় 'কালাদা' পরিয়েছি।[১৪] তাই তা কুরবানী না করা পর্যন্ত আমি ইহ্‌রামমুক্ত হবো না।

৭০-অনুচ্ছেদ ঃ মাথার মাঝখানে সিঁথি কাটা।

٥٤٨٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ اَهْلِ الْكِتَابِ فِيْمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيْهِ وَكَانَ اَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُوْنَ اَشْعَارَهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يَفْرِقُوْنَ رُؤُسَهُمْ فَسَدَلَ النَّبِيُّ ﷺ نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ.

৫৪৮৪. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কোন ব্যাপারে কোন বিধান নাযিল না হওয়া অবধি, সে ব্যাপারে নবী (স) আহলে কিতাবদের অনুসরণে কাজ করতে পসন্দ করতেন। আহলে

১৩. রসূলুল্লাহ (স) যে বছর হজ্জ করেন, সে সময় তাঁর মাথায় বাবরি চুল ছিল। তাওয়াফ করতে অসুবিধা হওয়ার কারণে তিনি আঠাল জিনিস দ্বারা তাঁর মাথার চুল জড়ো করেছিলেন। এটাকেই তালবীদ বলে। তাই কেবল বাবরি চুলওয়ালার ইহ্‌রাম অবস্থায় তালবীদ করা মুস্তাহাব, ইহ্‌রামের বাইরে মাকরূহ। এ কারণে হাদীসে ইহ্‌রামের বাইরে জটাধারী থেকে নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, কেউ যদি মাথায় জটা বানায় তা যেন মুড়িয়ে ফেলা হয়।

১৪. 'কালাদা' (মালা) পরানো অর্থাৎ কুরবানীর পশুকে বিশেষভাবে সাজানো, যাতে দেখলেই বুঝা যায় যে, এটি কুরবানীর পশু।

www.icsbook.info

কিতাব তাদের মাথার চুলগুলো ছেড়ে ঝুলিয়ে দিত এবং মুশরিকরা চুলগুলো দুই ভাগ করে রাখতো। নবী (স) তাঁর চুলগুলো ছেড়ে ঝুলিয়ে রাখেন, পরে সিঁথি কাটেন।

٥٤٨٥- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى وَبِيْصِ الطِّيْبِ فِىْ مَفَارِقِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

৫৪৮৫. আয়েশা (রা) বলেন, আমি যেন নবী (স)-এর সিঁথির মধ্যে সুগন্ধির চমক দেখতে পাচ্ছি। অথচ তিনি ইহরাম অবস্থায় ছিলেন।

৭১-অনুচ্ছেদ ঃ কেশগুচ্ছ বা বেণি।

٥٤٨٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ خَالَتِىْ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَهَا فِىْ لَيْلَتِهَا قَالَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ عَنْ يَّسَارِهِ قَالَ فَاَخَذَ بِذُؤَابَتِىْ فَجَعَلَنِىْ عَنْ يَّمِيْنِهِ.

৫৪৮৬. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এক রাতে আমি আমার খালা মায়মূনা বিনতুল হারিস (রা)-এর নিকট ছিলাম। ঐ রাতে রসূলুল্লাহ (স)-ও তাঁর নিকট ছিলেন। রসূলুল্লাহ (স) রাতে নামায পড়তে দাঁড়ান। আমিও উঠে তাঁর বাম পাশে দাঁড়ালাম। নবী (স) আমার কেশগুচ্ছ ধরে আমাকে তাঁর ডান পাশে নিয়ে দাঁড় করান।

٥٤٨٧- عَنْ بِشْرٍ بِهٰذَا وَقَالَ بِذُؤَابَتِىْ اَوْ بِرَأْسِىْ .

৫৪৮৭. আবু বিশর (র) উপরের হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাতে বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, তিনি আমার দুই গুচ্ছ কেশ বা মাথা ধরেন।

৭২-অনুচ্ছেদ ঃ মাথার চুল আংশিক কেটে ফেলা এবং আংশিক রেখে দেয়া।

٥٤٨٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى عَنِ الْقَزَعِ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ قُلْتُ وَمَا الْقَزَعُ فَاَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ اِذَا حَلَقَ (حُلِقَ) الصَّبِىُّ وَتَرَكَ (تُرِكَ) هٰهُنَا شَعَرَةً وَهٰهُنَا وَهٰهُنَا فَاَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ اِلٰى نَاصِيَتِهِ وَجَانِبَىْ رَاْسِهِ قِيْلَ لِعُبَيْدِ اللّٰهِ فَالْجَارِيَةُ وَالْغُلَامُ قَالَ لَا اَدْرِىْ هٰكَذَا قَالَ الصَّبِىِّ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ وَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ اَمَّا الْقُصَّةُ وَالْقَفَا لِلْغُلَامِ فَلَا بَاْسَ بِهِمَا وَلٰكِنَّ الْقَزَعَ اَنْ يُّتْرَكَ بِنَاصِيَتِهِ شَعَرٌ وَّلَيْسَ فِىْ رَاْسِهِ غَيْرُهُ وَكَذٰلِكَ شِقُّ رَاْسِهِ هٰذَا اَوْ هٰذَا.

৫৪৮৮. ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে কাযাআ নিষিদ্ধ করতে শুনেছি। উবাইদুল্লাহ (র) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, কাযাআ কি ? উবাইদুল্লাহ (র) আমাদেরকে ইশারা করে বলেন, নাফে (র) বলেছেন, শিশুর মাথা কামানোর সময় এখানে-সেখানে অকর্তিত চুল রেখে দেয়া। একথা বলে উবাইদুল্লাহ (র) তাঁর কপাল ও মাথার দুই পাশের

www.icsbook.info

দিকে ইশারা করে আমাদেরকে দেখিয়েছেন। উবাইদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ ছেলে ও মেয়ের ব্যাপারে কি হুকুম ? তিনি বলেন, আমি জানি না। এভাবে নাফে কেবল ছেলে শব্দই উল্লেখ করেছেন। উবাইদুল্লাহ বলেন, আমি নাফেকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ছেলের সম্মুখ ভাগের এবং গর্দানের চুল কামিয়ে ফেলায় কোন ক্ষতি নেই। তবে কাযাআ হলো— কপালের উপরে মাথার সম্মুখ ভাগে চুল রেখে দেয়া এবং এছাড়া মাথার বাকি অংশে কোন চুল না রাখা। মাথার চুল অর্ধেক কামিয়ে ফেলা আর অর্ধেক রেখে দেয়াও কাযাআর অন্তর্ভুক্ত।

٥٤٨٩ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْقَزَعِ .

৫৪৮৯. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) কাযাআ নিষিদ্ধ করছেন।

৭৩-অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে খোশবু লাগানো।

٥٤٩٠ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِيَدِيْ لِحُرْمِهِ وَطَيَّبْتُهُ بِمِنًى قَبْلَ اَنْ يُّفِيْضَ .

৫৪৯০. আয়েশা (রা) বলেন, আমি নিজ হাতে নবী (স)-কে ইহরাম বাঁধার সময় খোশবু লাগিয়েছি এবং তাওয়াফে ইফাদার আগে মিনায়ও খোশবু লাগিয়েছি।

৭৪-অনুচ্ছেদ ঃ চুল-দাড়িতে খোশবু দেয়া।

٥٤٩١ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اُطَيِّبُ النَّبِيَّ ﷺ بِاَطْيَبِ مَا نَجِدُ حَتّٰى اَجِدَ وَبِيْصَ الطِّيْبِ فِيْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ .

৫৪৯১. আয়েশা (রা) বলেন, সর্বোত্তম খোশবু যা পেতাম, আমি তা নবী (স)-এর গায়ে লাগাতাম, এমনকি আমি তাঁর মাথা ও দাড়িতে খোশবুর চমক দেখতে পাই।

৭৫-অনুচ্ছেদ ঃ চুল আচড়ানো।

٥٤٩٢ـ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِيْ دَارِ النَّبِيِّ ﷺ يَحُكُّ رَأْسَهُ بِالْمِدْرٰى فَقَالَ لَوْ عَلِمْتُ اَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهَا فِيْ عَيْنِكَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِذْنُ مِنْ قِبَلِ الْاَبْصَارِ .

৫৪৯২. সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-এর ঘরে ছিদ্রপথ দিয়ে উঁকি মারে। তখন নবী (স) মিদরা (এক জাতীয় চিরুনী) দিয়ে তাঁর মাথা আঁচড়াচ্ছিলেন। তিনি বলেন, যদি আমি জানতাম যে, তুমি উঁকি মেরেছ তাহলে আমি এটি তোমার চোখে ঢুকিয়ে দিতাম। দৃষ্টিশক্তির কারণেই অনুমতি নেয়ার বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে।[১৫]

১৫. এভাবে উঁকি মেরে কারো ঘরে দেখা নিষেধ। অনুমতি নিয়ে সরাসরি ঘরে গিয়ে কাজ সারতে হবে।

www.icsbook.info

৭৬-অনুচ্ছেদ ঃ হায়েয অবস্থায় স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর মাথায় চিরুনী করা।

٥٤٩٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا حَائِضٌ .

৫৪৯৩. আয়েশা (রা) বলেন, আমি হায়েয অবস্থায় রসূলুল্লাহ (স)-এর মাথার চুল আচড়ে দিতাম। অন্য এক সনদে আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

৭৭-অনুচ্ছেদ ঃ ডান পাশ থেকে চুল আচড়ানো শুরু করা।

٥٤٩٤- عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ مَا اسْتَطَاعَ فِيْ تَرَجُّلِهِ وَوُضُوْئِهِ .

৫৪৯৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) মাথায় চিরুনী করতে এবং উযু করতে যথাসাধ্য ডান দিক থেকে শুরু করা পসন্দ করতেন।[১৬]

৭৮-অনুচ্ছেদ ঃ কস্তুরী সম্পর্কে।

٥٤٩٥- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ لَهُ اِلاَّ الصَّوْمَ فَاِنَّهُ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِهِ وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ .

৫৪৯৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, বনী আদমের প্রতিটি কাজ তার নিজের জন্যই। কেবল রোযা এর ব্যতিক্রম। কেননা রোযা আমারই জন্য এবং আমিই এর বিনিময় দিব। আর রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ তাআলার নিকট কস্তুরীর চেয়েও বেশী সুবাসপূর্ণ।

৭৯-অনুচ্ছেদ ঃ খোশবু লাগানো মুস্তাহাব।

٥٤٩٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اُطَيِّبُ النَّبِيَّ ﷺ عِنْدَ اِحْرَامِهِ بِاَطْيَبِ مَا اَجِدُ.

৫৪৯৬. আয়েশা (রা) বলেন, আমার নিকট সহজলভ্য যে উত্তম খোশবু থাকতো, আমি তা নবী (স)-এর গায়ে তাঁর ইহরাম বাঁধার সময় লাগাতাম।

৮০-অনুচ্ছেদ ঃ খোশবু ফিরিয়ে দেয়া অনুচিত।

٥٤٩٧- عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ كَانَ لاَ يَرُدُّ الطِّيْبَ وَزَعَمَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَرُدُّ الطِّيْبَ .

৫৪৯৭. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কখনো খোশবু ফিরিয়ে দিতেন না এবং তাঁর জানামতে নবী (স)-ও খোশবু ফিরিয়ে দিতেন না।[১৭]

---

১৬. যে কোন কাজ ডান থেকে শুরু করা মুস্তাহাব। তবে মসজিদে ঢুকতে ডান পা এবং মসজিদ হতে বের থেকে বাম পা আগে দিতে হয় এবং পায়খানা-পেশাবখানায় তার বিপরীত করতে হয়।

১৭. অর্থাৎ কেউ তাঁকে খোশবু হাদিয়া দিলে তিনি তা গ্রহণ করতেন, ফিরিয়ে দিতেন না।

www.icsbook.info

৮১-অনুচ্ছেদ ঃ 'যারীরা' নামীয় খোশবু।

٥٤٩٨- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِىْ بِذَرِيْرَةٍ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالْاِحْرَامِ .

৫৪৯৮. আয়েশা (রা) বলেন, আমি বিদায় হজ্জে রসূলুল্লাহ (স)-এর গায়ে নিজ হাতে ইহরাম বাঁধা ও খোলার সময় 'যারীরা' নামীয় খোশবু লাগিয়েছি।

৮২-অনুচ্ছেদ ঃ সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য দাঁত ঘষে সরু করে ফাঁক সৃষ্টি করা।

٥٤٩٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ مَا لِىْ لاَ اَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِىُّ ﷺ وَهُوَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ مَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا.

৫৪৯৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ তাআলা লানত করেছেন এমন সব নারীর উপর, যারা দেহে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং করায়, যারা কপাল প্রশস্ত করার জন্য কপালের উপরিভাগের চুলগুলো উপড়ে ফেলে এবং যারা সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য দাঁত ঘষে সরু ও ফাঁক সৃষ্টি করে, যা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে বদলে দেয়। অতপর আমি কেন তার উপর লা'নত করবো না। কেননা আল্লাহ্‌র কিতাবে আছে ঃ "যা কিছু রসূল তোমাদেরকে দেন তা গ্রহণ করো, আর যা থেকে নিষেধ করেন, তা পরিহার করো।"

–(সূরা আল-হাশর ঃ ৭)

৮৩-অনুচ্ছেদ ঃ পরচুলা লাগানো।

٥٥٠٠- عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِىْ سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُوْلُ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِّنْ شَعَرٍ كَانَتْ بِيَدِ حَرَسِىٍّ اَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى عَنْ مِثْلِ هٰذِهِ وَيَقُوْلُ اِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ حِيْنَ اتَّخَذَ هٰذِهِ نِسَاؤُهُمْ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ .

৫৫০০. হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি হজ্জের বছর মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা)-কে মিম্বরের উপর (সাধারণ সমাবেশে) বলতে শুনেছেন। তিনি তাঁর দেহরক্ষীর হাত থেকে একগুচ্ছ চুল হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের আলেমগণ কোথায় ? আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে পরচুলার ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে শুনেছি। আমি তাঁকে আরো বলতে শুনেছি, বনী ইসরাঈল ধ্বংস হয়েছে ঠিক তখন, যখন তাদের নারীরা পরচুলা ধারণ করেছে। অপর এক সনদে আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা লা'নত করেছেন এমন সব নারীকে যারা পরচুলা লাগিয়ে দেয় এবং নিজেরাও লাগায়, আর যারা দেহে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং করায়।

www.icsbook.info

٥٥٠١- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ جَارِيَةً مِّنَ الْاَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَاَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعَرُهَا فَاَرَادُوْا اَنْ يَّصِلُوْهَا فَسَاَلُوْا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ .

৫৫০১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। মদীনার এক আনসার যুবতী বিবাহ করার পর রোগাক্রান্ত হয়। ফলে তার মাথার চুল উঠে যায়। পরিবারের লোকেরা তার মাথায় পরচুলা লাগাতে চাইলেন এবং এ ব্যাপারে নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, যে নারী অন্যের মাথায় পরচুলা লাগায় এবং যে নারী নিজে পরচুলা লাগায়, তাদের উভয়কে আল্লাহ তাআলা লা'নত করেছেন।

٥٥٠٢- عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ اَنَّ امْرَاَةً جَاءَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ اِنِّيْ اَنْكَحْتُ ابْنَتِيْ ثُمَّ اَصَابَهَا شَكْوٰى فَتَمَرَّقَ (تَمَزَّقَ) رَاْسُهَا وَزَوْجُهَا يَسْتَحِثُّنِيْ بِهَا اَفَاَصِلُ رَاْسَهَا (شَعَرَهَا) فَسَبَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ .

৫৫০২. আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে বললো, আমি আমার মেয়েকে বিবাহ দিয়েছি। অতপর সে রোগাক্রান্ত হলে তার মাথার চুলগুলো ঝরে যায়। এখন তার স্বামী তার প্রতি কোন আকর্ষণ বোধ করে না। আমি কি তার মাথায় পরচুলা লাগিয়ে দিব ? রসূলুল্লাহ (স) মন্দ বললেন ঃ যে নারী অন্যের মাথায় পরচুলা লাগায় এবং যে নারী নিজে তা ব্যবহার করে।

٥٥٠٣- عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

৫৫০৩. আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) বলেন, যে নারী পরচুলা লাগানোর কাজ করে এবং যে নারী নিজে তা ব্যবহার করে, নবী (স) উভয়কে লা'নত করেছেন।

٥٥٠٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ .

৫৫০৪. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, যে নারী পরচুলা লাগানোর কাজ করে এবং যে নিজে তা লাগায়, যে অপরের অঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং যে নিজে উলকি আঁকায় আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকে অভিসম্পাত করেছেন।

٥٥٠٥- عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُرَّةَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِيْنَةَ اٰخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا فَخَطَبَنَا فَاَخْرَجَ كُبَّةً مِّنْ شَعَرٍ قَالَ مَا كُنْتُ اَرٰى اَحَدًا يَفْعَلُ هٰذَا غَيْرَ الْيَهُوْدِ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمَّاهُ الزُّوْرَ يَعْنِى الْوَاصِلَةَ فِى الشَّعْرِ .

www.icsbook.info

৫৫০৫. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (র) বলেন, মুয়াবিয়া (রা) শেষবার যখন মদীনায় আসলেন, তিনি আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন। তিনি এক গোছা চুল বের করে বলেন, ইহূদী ভিন্ন আর কাউকে আমি এ কাজ করতে (পরচুলা ব্যবহার করতে) দেখিনি। নিসন্দেহে নবী (স) একে (পরচুলা ব্যবহারকে) প্রতারণা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৮৪-অনুচ্ছেদ ঃ ভ্রূ উপড়ে ফেলা।

٥٥٠٦- عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ لَعَنَ عَبْدُ اللّٰهِ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ فَقَالَتْ اَمُّ يَعْقُوْبَ مَاهٰذَا قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَمَا لِيْ لاَاَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَفِيْ كِتَابِ اللّٰهِ قَالَتْ وَاللّٰهِ لَقَدْ قَرَأْتُ مَابَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُهُ قَالَ وَاللّٰهِ لَئِنْ قَرَاْتِيْهِ لَقَدْ وَجَدْتِيْهِ مَااٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا.

৫৫০৬. আলকামা (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) লা'নত করলেন এমন সব নারীকে যারা অপরের অঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করে, (কপাল প্রশস্ত করার জন্য) যারা কপালের উপরিভাগের চুলগুলো উপড়ে ফেলে এবং যারা সৌন্দর্যের জন্য দাঁত সরু ও এর ফাঁক বড় করে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে বদলে দেয়। তখন উম্মু ইয়াকূব জিজ্ঞেস করলেন, এটা কেন ? আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি কেন তাকে লা'নত করবো না, যাকে রসূলুল্লাহ (স) লা'নত করেছেন এবং আল্লাহ্‌র কিতাবেও (তাই আছে)? উম্মু ইয়াকূব (রা) বলেন, আমি সম্পূর্ণ কুরআন পড়েছি, কিন্তু তাতে তো এটা পেলাম না। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, যদি তুমি কুরআন পড়তে তবে আল্লাহ্‌র কসম ! তুমি তাতে এটা অবশ্যই পেতে ঃ "রসূল তোমাদেরকে যা দেন তা আঁকড়ে ধর এবং যা থেকে বারণ করেন, তা থেকে বিরত থাক"–(সূরা আল-হাশর ঃ ৭)।

৮৫-অনুচ্ছেদ ঃ যে নারী পরচুলা লাগায়।

٥٥٠٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ .

৫৫০৭. ইবনে উমার (রা) বলেন, যে নারী পরচুলা লাগানোর কাজ করে এবং যে নিজে লাগায়, যে নারী অপরের অঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং যে তা উৎকীর্ণ করায়—এদের সকলকে নবী (স) লা'নত করেছেন।

٥٥٠٨- عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ سَاَلَتِ امْرَاَةٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ ابْنَتِيْ اَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَامَّرَقَ شَعَرُهَا وَاِنِّيْ زَوَّجْتُهَا اَفَاَصِلُ فِيْهِ فَقَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُوْلَةَ .

www.icsbook.info

৫৫০৮. আসমা (রা) বলেন, এক মহিলা নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমার মেয়েটি হামে আক্রান্ত হয়েছিল। ফলে তার মাথার চুল ঝরে গেছে। আমি তাকে বিয়ে দিয়েছি। আমি কি তার মাথায় পরচুলা লাগাতে পারি ? রসূলুল্লাহ (স) বলেন, যে নারী পরচুলা লাগানোর কাজ করে এবং যে নিজে পরচুলা লাগায়, আল্লাহ তাদেরকে লা'নত করেছেন।

٥٥٠٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ اَوْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْوَاشِمَةُ وَالْمُوْتَشِمَةُ وَالْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ يَعْنِيْ لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ

৫৫০৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি নবী (স) থেকে শুনেছি কিংবা নবী (স) ইরশাদ করেছেন, যে নারী অপরের অঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং যে নারী তা করায়, যে নারী পরচুলা লাগানোর কাজ করে এবং যাকে লাগায় অর্থাৎ নবী (স) এসব নারীকে লা'নত করেছেন।

٥٥١٠- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَوَشِّمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ وَالْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ مَا لِيْ لاَ اَلْعَنُ مَنْ لَّعَنَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

৫৫১০. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আল্লাহ তাআলা লা'নত করেছেন এমন সব নারীকে যারা অপরের অঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং যারা তা করায়, যারা কপালের উপরিভাগের চুল উপড়ে ফেলে, যারা সৌন্দর্যের জন্য ঘষে দাঁত সরু ও ফাঁক করে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতিকে বদলে দেয়। অতপর আমি কেন তাকে লা'নত করবো না, যাকে স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স) লানত করেছেন এবং যা আল্লাহ্‌র কিতাবেও আছে।

৮৬-অনুচ্ছেদ ঃ যে নারী উলকি উৎকীর্ণ করে।

٥٥١١- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعَيْنُ حَقٌّ وَنَهٰى عَنِ الْوَشْمِ .

৫৫১১. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ বদনযর লাগা সত্য। তিনি অঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করতে নিষেধ করেছেন।

٥٥١٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ اُمِّ يَعْقُوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مِثْلَ حَدِيْثِ مَنْصُوْرٍ .

৫৫১২. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকেও এ বিষয়ে হাদীস বর্ণিত আছে। আবদুর রহমান ইবনে আবেস উম্মু ইয়াকূব থেকে আবদুল্লাহর হাদীসটি মানসূরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

www.icsbook.info